৬. সায়েন্টিস্ট যখন ভূয়া

একদিন বিকেলবেলা নান্টু এসে বল্টুকে বলল, "বল্টু ভাইয়া, আমেরিকা থেকে সবুজ ভাইয়া আসবে।"

BANGLABOOK.COM

বল্টু একটা লোহার ওপর তিরিশ গেজের এনামেল কোটেড তার প্যাঁচাচ্ছিল। সে প্যাঁচটা ধরে রেখে বলল, "সবুজ ভাইয়া কে?"

"একজন সায়েন্টিস্ট। আমাদের একরকমের ভাই।"

বল্টু প্যাঁচানো থামিয়ে বলল, "সত্যিকারের সায়েন্টিস্ট?"

"হ্যাঁ।"

"আমি কোনো দিন সত্যিকারের সায়েন্টিস্ট দেখি নাই। তোর সবুজ ভাইয়া এলে আমাকে ডাকিস, আমি দেখতে যাব।"

নান্টু কয়েক দিন পর বল্টুকে খবর দিল যে সবুজ ভাইয়া এসেছে, আর বল্টু তখন তাকে দেখতে গেল। বিজ্ঞান নিয়ে তার কয়েকটা প্রশ্ন ছিল। কেউ সেগুলোর উত্তর দিতে পারছে না, নান্টুর সবুজ ভাইয়াকে সেগুলো জিজ্ঞেস করা যাবে। নান্টুর বাসায় গিয়ে দেখল, চশমা পরা একজন মানুষ টেবিলের ওপর পা তুলে টেলিভিশন দেখছে। বল্টু কখনো টেলিভিশন দেখে না, তার টেলিভিশন দেখতে ভালোই লাগে না। টেলিভিশনে তার সবচেয়ে খারাপ লাগে হিন্দি সিনেমা। সেখানে হয় মোটা মোটা মানুষ একজন আরেকজনকে পেটাচ্ছে, না হলে মেয়েরা আর ছেলেরা একসঙ্গে কোমর দুলিয়ে নাচছে। সবুজ ভাইয়া চোখ বড় বড় করে টেলিভিশনে একটা হিন্দি সিনেমা দেখছে বলে বল্টুর খুবই মন খারাপ হলো। একজন সায়েন্টিস্ট হলে তার যে রকম এলোমেলো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ভুসভুসে টি-শার্ট আর রং ওঠা জিনসের প্যান্ট থাকা উচিত—সে রকম কিছু নাই। গায়ের রং ফরসা, মুখটা তেলতেলে, চুলগুলো খুব ভালো করে আঁচড়ে সমান করে রাখা।

নান্টু বলল, "সবুজ ভাইয়া, এই হচ্ছে বল্টু ভাইয়া।"

"বল্টু!" সবুজ ভাইয়া হা হা করে হাসতে লাগল, "বল্টু আবার কারও নাম হয় নাকি! কদিন পর শুনব, ছেলের নাম রেখে ফেলেছে ইস্ক্রু!"

কথাটা শুনে বল্টুর খুব রাগ হলো, কিন্তু সে কোনো কথা বলল না। বড়দের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে হয় না, সেটা সে অনেক আগে আবিষ্কার করেছে। সেও তো বলতে পারত, "সবুজ আবার কারো নাম হয় নাকী? কয়দিন পরে শুনব ছেলের নাম রেখেছে বেগুনি!"

মুনিয়া কাছেই ছিল, সে বলল, "আমাদের বল্টু অনেক বড় সায়েন্টিস্ট!"

"তাই নাকি?" সবুজ ভাইয়া চোখ কপালে তুলে বলল, "বল্টু মিয়া, এখন পর্যন্ত কী কী আবিষ্কার করেছ? কী রকম করে নাট-বল্টু টাইট করতে হয়? বেশি টাইট করে আবার প্যাঁচ কেটে যায় নাই তো?" কথা শেষ না

BANGLABOOK.COM

করেই সবুজ ভাইয়া হা হা করে হাসতে লাগল। কোনো মানুষ হাসলে তাকে দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু সবুজ ভাইয়া যখন হাসতে শুরু করল তখন তাকে কেন জানি দেখতে আরও ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগল। ভেতরে ভেতরে বল্টুর রাগ উঠছিল, কিন্তু সে কিছু বলল না।

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "সবুজ ভাইয়া, আপনি কী কী আবিষ্কার করেছেন?"

সবুজ ভাইয়া হঠাৎ মুখটা গম্ভীর করে বলল, "তোমরা সেগুলো বুঝবে না।"

মুনিয়া বলল, "তুমি বলে দেখো, সবুজ ভাইয়া। আমাদের বল্টু বুঝবে! সে থিওরি অব রিলেটিভিটির ওপর গবেষণা করেছে। তাই না, বল্টু?"

বল্টু একটু লজ্জা পেল, সেই থিওরি অব রিলেটিভিটির কথাটা বললে এখন মহা লজ্জার ব্যাপার হবে। মুনিয়া আপা অবশ্য আর কিছু বলল না। সবুজ ভাইয়া বলল, "তোমরা ছোট বাচ্চা, রিসার্চের কী বুঝবে? সেমিকন্ডাক্টরের নাম শুনেছ?"

বল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "শুনেছি।"

সবুজ ভাইয়া একটু থতমত খেয়ে বলল, "নাম হয়তো শুনেছ কিন্তু সেটা কীভাবে কাজ করে নিশ্চয়ই জানো না।"

বল্টু বলল, "জানি।"

সবুজ ভাইয়া কেন জানি রেগে উঠল, বলল, "কী জানো?"

"কেমন করে ট্রানজিস্টার বানায়, ডায়োড বানায়।"

"এন-টাইপ, পি-টাইপ শুনেছ?"

বল্টু আবার মাথা নাড়ল, বলল, "শুনেছি। এনপি দিয়ে তৈরি হয় ডায়োড। এনপিএন আর পিএনপি দিয়ে হয় ট্রানজিস্টার। সিলিকন হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর, ফসফরাস দিয়ে বানায় এন-টাইপ, বোরন দিয়ে বানায় পি-টাইপ ..."

মুনিয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে বলল, "দেখেছ, সবুজ ভাইয়া, দেখেছ? আমি বলেছিলাম না, আমাদের বল্টু বিরাট সায়েন্টিস্ট!"

সবুজ ভাইয়া কিন্তু মুনিয়ার মতো খুশি হলো না, উল্টো কেমন জানি রেগে গেল। তাকে দেখে মনে হতে লাগল, বল্টু যেন তাকে অপমান করে ফেলেছে। বল্টুর মতো এইটুকুন একটা ছেলে যে টুকটুক করে সবকিছু বলে ফেলছে, এটা দেখে যে মজা লাগতে পারে সবুজ ভাইয়া সেটা বুঝতেই পারল না, বরং গম্ভীর মুখে বলল, "দেখো মুনিয়া, সায়েন্স বা বিজ্ঞান জিনিসটা আসলে ঠাট্টা-তামাশার জিনিস না। এটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার।

BANGLABOOK.COM

বিজ্ঞানের দুই-চারটা টার্ম জেনে গেলেই বিজ্ঞান জানা হয় না। বিজ্ঞান জানতে হলে তার ভেতরে যেতে হয়। তার জন্যে দরকার ম্যাথমেটিকস ...”

মুনিয়া বলল, “সবুজ ভাইয়া, আমাদের বল্টুর বয়স মাত্র আট! তাকে আরও একটু বড় হতে দাও। সে ম্যাথমেটিকস শিখবে। ক্যালকুলাস শিখবে। জিওমেট্রি শিখবে। তাই না, বল্টু?”

বল্টু কিছু বলার আগে নান্টু মাথা নেড়ে বলল, “বল্টু ভাইয়া আরও কঠিন কঠিন জিনিস শিখবে।”

সবুজ ভাইয়া কেন জানি আরেকটু রেগে উঠল, বলল, “আমি তোমাদের ব্যাপারটা বোঝাতে পারি নাই মনে হচ্ছে। সায়েন্স মানে কিছু জিনিসের নাম মুখস্থ করা না। সায়েন্স মানে হচ্ছে অ্যাটিচ্যুড বা দৃষ্টিভঙ্গি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। আট বছরের একটা বাচ্চার সেটা হয় না।”

মুনিয়া বলল, “হয় সবুজ ভাইয়া, হয়! তুমি আমাদের বল্টুকে চেনো নাই।”

সবুজ ভাইয়া এবার মুনিয়ার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল, বলল, “তোমাদের সাথে কথা বলা যায় না। কোনো জিনিস তোমরা বুঝতে চাও না, খালি তর্ক কর।” তারপর মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে রাগ-রাগ চোখে বলল, “তুমি কি বিজ্ঞান পড়ো ঠিক করে?”

মুনিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, “পড়ি।”

“যাও, তোমার বিজ্ঞান বইটা নিয়ে এসো। দেখি, তুমি কতটুকু বিজ্ঞান জানো!”

ঠিক সে সময় নান্টুর আম্মু বাইরের ঘরে এলেন। সবাইকে দেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, “কী নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে?”

সবুজ ভাইয়া বলল, “মুনিয়ার বিজ্ঞান পড়া নিয়ে কথা বলছিলাম, আন্টি!”

নান্টুর আম্মুর মুখটা খুশি-খুশি হয়ে উঠল। সবুজ ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, “হ্যাঁ বাবা, তুমি যে কয় দিন আছ এই ছেলেমেয়ের লেখাপড়াটা একটু দেখো দেখি। এত ফাঁকিবাজ হয়েছে যে পড়তেই চায় না!”

সবুজ ভাইয়া মুখটাকে কঠিন করে বলল, “আপনি চিন্তা করবেন না আন্টি, আমি দেখব!” তারপর মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “মুনিয়া, যাও তোমার বইটা নিয়ে আসো!”

মুনিয়া মুখটা কালো করে তার বই আনতে গেল।

BANGLABOOK.COM

দুই দিন পর নান্টু এসে বল্টুকে খবর দিল যে সবুজ ভাইয়ার যন্ত্রণা খুব বেড়েছে। বল্টু বলল, "আমি যেদিন দেখলাম সবুজ ভাইয়া হিন্দি সিনেমা দেখছে, তখনই বুঝেছিলাম সমস্যা আছে।"

নান্টু বলল, "বড় সমস্যা।"

বল্টু জিজ্ঞেস করল, "কী করে সবুজ ভাইয়া?

নান্টু বলল, "খালি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। আর প্রশ্নের উত্তর না পারলে শুধু টিটকারি মারে।"

"আর কী করে?"

"খালি আমেরিকার গল্প করে।"

"আর কী করে?"

"সবকিছুকে গালি দেয়।"

"আর কী করে?"

"টেলিফোনে কথা বলে।"

"আর কী করে?"

"আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়।"

বল্টু বলল, "সবুজ ভাইয়া ভুয়া সায়েন্টিস্ট।"

"কেন?"

"আসল সায়েন্টিস্ট কোনো দিন চুল আঁচড়ায় না। আসল সায়েন্টিস্টদের চুল সব সময় আউলাঝাউলা থাকে। আইনস্টাইনের চুল দেখিস নাই?"

নান্টু মাথা নাড়ল, সে আইনস্টাইনের চুল দেখেছে। কেউ বল্টুর ঘরে আসবে আর আইনস্টাইনের ছবি দেখবে না, সেটা তো হতে পারে না!

নান্টু বলল, "বল্টু ভাইয়া?"

"কী।"

"তুমি কি সবুজ ভাইয়াকে কিছু করতে পারবে, যেন আমাকে আর আপুকে ডিস্টার্ব না দেয়।"

বল্টু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "একটা ইনডাকশন কয়েল বানাচ্ছি। এটা শেষ হলে ইলেকট্রিক শক দিতে পারি।"

"সেটা কবে শেষ হবে?"

"দু-এক দিন লাগবে।"

নান্টু একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "অ।"

নান্টু চলে যাওয়ার পর বল্টু অনেকক্ষণ ঘরের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় হেঁটে হেঁটে চিন্তা করল। নান্টু আর মুনিয়াকে সবুজ ভাইয়া এভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছে। যদি সে কিছু একটা করতে না পারে তাহলে কেমন করে

BANGLABOOK.COM

হবে? বল্টু চিন্তা করে করে শেষ পর্যন্ত একটা পরিকল্পনা করল। পরিকল্পনা করে সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে নান্টুদের বাসায় রওনা দিল। সঙ্গে নিল একটা ব্যাগ। ব্যাগে কিছু দরকারি জিনিসপত্র।

নান্টুদের বাসায় গিয়ে দেখল, পড়ার টেবিলে মুনিয়া আর নান্টু। সামনে একটা চেয়ারে সবুজভাইয়া বসে বসে তাদের পড়া ধরছে। তার মুখটা শক্ত হয়ে আছে। দেখে মনে হয় আরেকটু হলেই মুনিয়া না হয় নান্টুকে কামড়ে দেবে।

বল্টুকে দেখে নান্টুর মুখ খুশি-খুশি হয়ে উঠল। সে চোখ বড় বড় করে বলল, "বল্টু ভাইয়া এসেছে!"

মুনিয়ার মন-মেজাজ খুব খারাপ, সে জিজ্ঞেস করল, "বল্টু, তোমার ব্যাগের ভেতরে কী?"

বল্টু ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, "আমি আসলে সবুজ ভাইয়াকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি!"

সবুজ ভাইয়া মুখটা বাঁকা করে জিজ্ঞেস করল, "কী প্রশ্ন?"

"বিজ্ঞানের প্রশ্ন।"

সবুজ ভাইয়া এবার মুখটা আরও বাঁকা করে বলল, "ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করো। আমি আজকে মুনিয়াকে নিউটনের সূত্র শেখাচ্ছি। কিছুই জানে না। নো কনসেপ্ট।"

মুনিয়ার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কিন্তু বল্টু সেটা না দেখার ভান করে বলল, "আসলে আমার প্রশ্ন তিনটা।"

সবুজ ভাইয়া তাচ্ছিল্যের একটা হাসি হেসে বলল, "করে ফেলো।"

"প্রথম প্রশ্ন হলো, আপনি কি এক পায়ে দাঁড়াতে পারেন?"

সবুজ ভাইয়া ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কী বললে?"

"আমি জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি এক পায়ে দাঁড়াতে পারেন?"

"পারব না কেন?" সবুজ ভাইয়া বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমার প্রশ্ন আমি বুঝতে পারছি না।"

বল্টু তখন প্রশ্নটা আরেকটু বোঝাল, "আমরা সবাই তো দুই পায়ে দাঁড়াই। কিন্তু যদি দরকার হয় তাহলে কি এক পায়ে দাঁড়াতে পারব?"

"পারব না কেন?"

"সব জায়গায়? সব সময়?"

সবুজ ভাইয়া বিরক্ত হয়ে বলল, "আরে বাবা, আমি যদি এক জায়গায় এক পায়ে দাঁড়াতে পারি, তাহলে অন্য জায়গায় পারব না কেন?"

বল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, "চিন্তা করে উত্তর দেন।"

BANGLABOOK.COM

সবুজ ভাইয়া রেগে উঠল, বলল, "আমার সাথে ঢঙ কোরো না ছেলে। তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে আমার চিন্তা করতে হবে না।"

বল্টু বলল, "আসলে আপনি এক পায়ে দাঁড়াতে পারবেন না। আমি যদি আপনাকে বলি ওই দেয়ালটার পাশে গিয়ে পায়ের ডান দিক আর শরীরের ডান দিক দেয়ালটার সাথে লাগান, তাহলে আপনি আর আপনার ডান পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারবেন না।"

সবুজ ভাইয়া ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল, "আর যদি পারি?"

"পারবেন না।"

সবুজ ভাইয়া দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আর যদি পারি?"

"পারবেন না।"

"তুমি কীভাবে এত শিওর হলে?" মনে হলো সবুজ ভাইয়ার নাক দিয়ে আগুন বের হচ্ছে।

"আপনি চেষ্টা করে দেখেন।"

সবুজ ভাইয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আর আমি যদি পারি তাহলে তোমাকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেব। ঠিক আছে?"

বল্টু বলল, "সেটা আপনার ইচ্ছা!"

নান্টু আর মুনিয়া চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। আর তার মধ্যে সবুজ ভাইয়া হেঁটে হেঁটে দেয়ালের কাছে গেল। ডান পাটা দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে অন্য পা ওপরে তোলার জন্য প্রস্তুত হলো। সবাই সবুজ ভাইয়ার মুখের দিকে তাকিয়েছিল এতক্ষণ। সেই মুখে ছিল এক ধরনের রাগ। হঠাৎ সে রাগটা চলে গিয়ে সেখানে বোকা বোকা একটা ভাব চলে এসেছে। নান্টু আর মুনিয়া দুজনই বুঝতে পারল, সবুজ ভাইয়া এক পায়ে দাঁড়াতে পারছে না। কোনো একটা ম্যাজিক ঘটে গেছে!

নান্টুকে হঠাৎ খুব উত্তেজিত দেখা গেল, সে "আম্মু, আব্বু, দেখে যাও, দেখে যাও" বলে চিৎকার করতে করতে ঘরের ভেতর ছুটে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে দুজনকেই ধরে নিয়ে চলে এল। দুজনই ভয় পেয়ে গেছেন। জিজ্ঞেস করছেন, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

নান্টু বলল, "বল্টু ভাইয়া সবুজ ভাইয়াকে ম্যাজিক করে দিয়েছে। এখন সবুজ ভাইয়া আর এক পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারছেন না!"

নান্টুর আম্মু বললেন, "আমি তো জানতাম, বল্টু সায়েন্টিস্ট! সে কি ম্যাজিকও জানে না কি?"

বল্টু বলল, "চাচি, এইটা ম্যাজিক না। এইটাও সায়েন্স। সব মানুষের একটা সেন্টার অব গ্র্যাভিটি থাকে। এক পায়ে দাঁড়াতে হলে শরীর বাঁকা

BANGLABOOK.COM

করে সেই পায়ের ওপর সেন্টার অব গ্র্যাভিটিটা আনতে হয়। সবুজ ভাইয়া দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন তো, তাই শরীর বাঁকা করতে পারছেন না। আর এ জন্যেই ওই পায়ের ওপর দাঁড়াতেও পারছেন না। খুবই সোজা জিনিস।"

নান্টু বলল, "সবুজ ভাইয়া, এই সোজা জিনিস জানে না?"

সবুজ ভাইয়াকে কেমন যেন বোকা বোকা দেখায়। বাঁ পা তুলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিল। বিড়বিড় করে বলল, "ভেরি স্ট্রেঞ্জ। পিকিউলিয়ার। ইন্টারেস্টিং।"

বল্টু বলল, "চেষ্টা করে লাভ নাই, সবুজ ভাই। আপনি পারবেন না। কেউই পারবে না।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "আমিও না?"

"না, তুমি না, আমি না, মুনিয়া আপু না, চাচা-চাচি কেউ পারবে না।"

তখন সবাই দেয়ালের কাছে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখল, অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, এক পায়ে দাঁড়ানোর মতো খুব সোজা একটা কাজ হঠাৎ করে কেমন অসম্ভব হয়ে যায়!

নান্টুর আব্বু আর আম্মু চলে যাচ্ছিলেন। নান্টু তাদের থামাল। বলল, "আম্মু-আব্বু, তোমরা আগেই যেয়ো না। বল্টু ভাইয়ার আরও দুইটা প্রশ্ন আছে। তাই না, বল্টু ভাইয়া?"

বল্টু মাথা নাড়ল; বলল, "হ্যাঁ, আছে।"

সবুজ ভাইয়াকে এবার কেমন জানি অস্বস্তির মধ্যে দেখা গেল। আমতা আমতা করে বলল, "ইয়ে মানে আবার ..."

নান্টুর আম্মু বললেন, "আরে সবুজ, তুমি আমেরিকার এত বড় সায়েন্টিস্ট। এই বাচ্চা ছেলের একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না!"

সবুজ ভাইয়া বলল, "না না, পারব না কেন। একশবার পারব।"

মুনিয়া মনে করিয়ে দিল, "আগেরটা কিন্তু পারো নাই।"

সবুজ ভাইয়া মুনিয়ার কথাটা না শোনার ভান করে বল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার প্রশ্নটা কী?" তার গলার স্বর শুকনো। কথা বলার সময় জিব দিয়ে একবার ঠোঁট ভিজিয়ে নিল।

বল্টু এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "আমার একটা সিগারেট আর ম্যাচ দরকার।"

নান্টুর আব্বু পকেট থেকে তার সিগারেটের প্যাকেট বের করে বললেন, "কেন? সিগারেট খাবে নাকি?"

"না চাচা, খাব না।" বল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "আসলে আমার দরকার সিগারেটের আগুন।"

BANGLABOOK.COM

“ঠিক আছে, তাহলে আমাকে বলো কখন তোমার আগুনটা লাগবে। ততক্ষণ আমি কয়েক টান খেয়ে নিই।”

নান্টুর আব্বু সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিলেন। নান্টুর আম্মু বিষদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পারলে এক্ষুণি সিগারেটটা টেনে কুটিকুটি করে ফেলবেন!

বল্টু এবার সবুজ ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “সবুজ ভাইয়া, সিগারেট দিয়ে কি আমার শার্টটা পোড়ানো যাবে?”

নান্টুর আম্মু বললেন, “ও মা! তুমি শার্টটা পোড়াতে চাচ্ছ কেন?”

বল্টু বলল, “না চাচি, আমি পোড়াতে চাচ্ছি না। আমি শুধু জিজ্ঞেস করছি।”

নান্টর আব্বু সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে বললেন, “সিগারেটের আগুন খুব গরম। ভেরি হাই টেম্পারেচার। কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।”

বল্টু সবুজ ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনি বলেন।”

সবুজ ভাইয়া আমতা আমতা করতে করতে বলল, “হ্যাঁ, ইয়ে, পুড়বেই তো।”

বল্টু তার ব্যাগ থেকে একটা কাপড়ের টুকরো বের করে আনে; তারপর সবুজ ভাইয়াকে বলে, “সবুজ ভাইয়া, আমি কাপড়টা ধরছি, আপনি সিগারেট দিয়ে এটা পুড়িয়ে একটা গর্ত করেন।”

বল্টু কাপড়টা টানটান করে ধরল। সবুজ ভাইয়া নান্টুর আব্বুর কাছ থেকে সিগারেটটা নিয়ে সেটা কাপড়ে ছোঁয়াতেই কাপড়ের মাঝে গোল একটা গর্ত হয়ে গেল। নান্টুর আব্বু বললেন, “আমি বলেছি না! সিগারেটের আগুন খুব ডেঞ্জারাস।”

বল্টু এবার মুখ গম্ভীর করে বলল, “ঠিক আছে, আপনি কি সিগারেটের আগুন দিয়ে আমার শার্টে একটা গর্ত করতে পারবেন?”

সবুজ ভাইয়ার মুখে এবার একটা বদমায়েশি ধরনের হাসি ফুটে উঠল। হাসি-হাসি মুখে বলল, “পারব। আসো আমার কাছে।”

বল্টু বলল, “আপনি সামনে থেকে সিগারেটটা চেপে ধরবেন আর আমি পিছন থেকে শার্টের কাপড়টা ঠেলে ধরে রাখব।”

নান্টু ভয় পেয়ে বলল, “তোমার আঙুল পুড়ে যাবে, বল্টু ভাইয়া।”

“আঙুল দিয়ে চেপে ধরব না। অন্য কিছু দিয়ে ধরে রাখব।”

“কী দিয়ে ধরবে?”

বল্টু তার পকেট থেকে এক টাকার গোল একটা কয়েন বের করে বলল, “এই কয়েনটা দিয়ে।”

BANGLABOOK.COM

সবুজ ভাইয়া বলল, "তোমার যেটা ইচ্ছা সেটা দিয়ে ধরো।"

নান্টুর আম্মু বললেন, "ও মা! তোমার সুন্দর শার্টটা নষ্ট করবে? না না, পাগলামো করো না।"

বল্টু বলল, "চাচি, আপনি ভয় পাবেন না। সবুজ ভাইয়া আমার শার্ট পোড়াতে পারবেন না।"

"কে বলেছে?"

"আপনি দেখেন!"

বল্টু তখন শার্টের পিছনে এক টাকার কয়েনটা রেখে শার্টটাকে টানটান করে রেখে সবুজ ভাইয়ার কাছে গেল। বলল, "আপনি এখানে সিগারেট ধরে পোড়াতে পারবেন?"

"পারব।"

"কতক্ষণ লাগবে?"

"এক সেকেন্ড।"

বল্টু বলল, "ঠিক আছে। এক সেকেন্ড কেন, আপনাকে আমি পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম। কিন্তু আপনি পারবেন না।"

সবুজ ভাইয়া হাসি মুখ করে বলল, "দেখা যাক।"

নান্টুর আম্মু খুব আপত্তি করছিলেন। কিন্তু তার আগেই সবুজ ভাইয়া বেশ হিংস্রভাবে সিগারেটটা বল্টুর শার্টে চেপে ধরেছে। বল্টু বলল, "পুড়েছে, সবুজ ভাইয়া?"

সবুজ ভাইয়া সিগারেটটা ভালো করে চেপে ধরে বলল, "পুড়েছে।" তারপর সিগারেটটা সরিয়ে নিল।

বল্টু পিছন থেকে এক টাকার কয়েনটা সরিয়ে বলল, "আসলে পোড়ে নাই।"

শার্টে লেগে থাকা কালো ছাই সরিয়ে দেখা গেল আসলেই শার্ট এতটুকু পোড়ে নি।

সবুজ ভাইয়ার চেহারা কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে গেল।

নান্টু জোরে জোরে হাততালি দিয়ে বলল, "ফার্স্ট ক্লাস! ফার্স্ট ক্লাস!"

নান্টুর আব্বু বললেন, "কী আশ্চর্য! শার্টটা পুড়ল না কেন?"

বল্টু এক টাকার কয়েনটা দেখিয়ে বলল, "এটার জন্যে! দেখেন এটা কত গরম! সিগারেটের আগুনের পুরো তাপটা এই কয়েনটা নিয়ে নিয়েছে— কাপড়টা পোড়ার জন্যে গরম হতেই পারে নি!"

নান্টুর আব্বু ও অন্য সবাই কয়েনটা নেড়েচেড়ে দেখল। সবুজ ভাইয়াই শুধু উৎসাহ দেখাল না। তাকে কেমন জানি বোকা বোকা দেখাতে লাগল।

BANGLABOOK.COM

নান্টুর আম্মু বললেন, "দেখেছ? আমাদের বল্টু আসলেই এক নম্বর সায়েন্টিস্ট!"

নান্টু বলল, "আমি তোমাকে বলেছি না আম্মু, বল্টু ভাইয়া অনেক বড় সায়েন্টিস্ট।"

মুনিয়া মনে করিয়ে দিল, "বল্টু, তোমার তিন নম্বর প্রশ্নটা শেষ করো।"

নান্টু হাততালি দিয়ে বলল, "তিন নম্বর! তিন নম্বর!"

বল্টু তখন তার ব্যাগ খুলে একটা বড় বাস্কেটবল আর একটা ছোট টেনিস বল বের করে সবুজ ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করল, "আমি যদি বাস্কেটবলের ওপরে টেনিস বলটা রেখে ওপর থেকে নিচে ফেলি তাহলে ড্রপ খেয়ে বল দুইটা কোথায় উঠবে?"

সবুজ ভাইয়া বলল, "কোনো কিছু ওপর থেকে ফেললে সেটা ড্রপ খেয়ে তার থেকে বেশি কখনো উঠতে পারবে না। যে কেউ সেটা জানে।"

বল্টু দাঁত বের করে হেসে বলল, "ভুল! টেনিস বলটা অনেক ওপরে উঠবে।"

সবুজ ভাইয়া বলল, "ননসেন্স! কখনো বেশি ওপরে উঠতে পারবে না। এই দেখো ..." বলে বল্টুর হাত থেকে বাস্কেটবল আর টেনিস বল নিয়ে বাস্কেটবলের ওপর টেনিস বলটা রেখে নিচে ছেড়ে দিল।

বল্টু ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, "সাবধান!" কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, বাস্কেটবল আর টেনিস বল মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টেনিস বলটা একেবারে গুলির মতো উপরে ছুটে গেল। সবুজ ভাইয়া সরে যাওয়ার সময় পেল না। তার নাকে লেগে সেটা ছাদের দিকে উঠে গেল। সেখান থেকে ধাক্কা খেয়ে সারা ঘরে ছোটাছুটি করতে লাগল। সবুজ ভাইয়া নিজের নাক চেপে বসে পড়েছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন ঘুসি মেরে তাকে কাবু করে ফেলেছে।

নান্টুর আম্মু সবুজ ভাইয়ার কাছে ছুটে গেলেন। হাত ধরে টেনে তুলে বললেন, "দেখি! দেখি নাকটা।"

সবুজ ভাইয়া নাক চেপে ধরে বলল, "দেঁখার কিছুঁ নাঁই।"

মুনিয়া বলল, "কিন্তু তুমি যে বললে ওপরে উঠবে না। টেনিস বল এভাবে উঠে গেল কেন?"

সবুজ ভাইয়া কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "আঁগে আমাঁর নাকঁ সাঁমলাঁই। মঁনে হঁয় নাঁকের হাঁড্ডিটাঁই ভেঙেঁ গেঁছে।"

শার্টের আস্তিনটা চেপে ধরে ককাতে ককাতে সবুজ ভাইয়া বাথরুমের দিকে ছুটে গেল। পিছু পিছু নান্টুর আব্বু গেলেন দেখতে।

BANGLABOOK.COM

নান্টু হাততালি দিয়ে বলল, "ফার্স্ট ক্লাস! ফার্স্ট ক্লাস!"

মুনিয়া জিজ্ঞেস করল, "এটা কেমন করে হলো, বল্টু?"

"খুব সোজা। বাস্কেটবলটা নিচে পড়ে ড্রপ খেয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে, সেটা টেনিস বলকে দিয়েছে ধাক্কা—ক্রিকেট ব্যাটের মতন! সাথে সাথে ওভার বাউন্ডারি!"

নান্টু বলল, "সবুজ ভাইয়ার নাক বোল্ড আউট!"

নান্টুর আম্মু বললেন, "ছিঃ! এভাবে বলে না।"

মুনিয়া বলল, "আম্মু, দেখেছ? আমাদের বল্টু সবুজ ভাইয়ার চেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক।"

"তাই তো দেখছি!"

"আমি আর সবুজ ভাইয়ার কাছে আর বিজ্ঞান পড়ব না। যদি দরকার হয় আমি বল্টুর কাছে পড়ব।"

নান্টুর আম্মু হাসলেন, বললেন, "ঠিক আছে।"

মুনিয়া বল্টুর মাথায় চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, "বল্টু তুমি আমাকে বিজ্ঞান পড়াতে পারবে না?"

বল্টু বলল, "ধুর আপু! তুমি ঠাট্টা করো না।"

মুনিয়াকে অবশ্যি আর সবুজ ভাইয়ার কাছে বিজ্ঞান পড়তে হল না। মুনিয়া চাইলেও সবুজ ভাইয়ার কাছে আর পড়তে পারত না, কারণ তার পরদিনই সবুজ ভাইয়া তার এক ফুফুর বাসায় চলে গেল। যাওয়ার আগে বল্টুর সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। বল্টু নান্টুর কাছে জানতে পারল, সবুজ ভাইয়ার নাকটা নাকি টমেটোর মতো লাল হয়ে ফুলেছিল!

BANGLABOOK.COM

৭. এস্ট্রোনট হওয়ার প্রথম ধাপ

বল্টু একটা পেন্সিল-ব্যাটারি দেখিয়ে বলল, "এই যে ব্যাটারিটা দেখছিস, এটার ভোল্টেজ হচ্ছে দেড়। দেড় ভোল্টে ইলেকট্রিক শক লাগে না।"

BANGLABOOK.COM

নান্টু বলল, "অ।"

বল্টু বলল, "উঁহু। এখন তোর জিজ্ঞেস করার কথা, তাহলে কত ভোল্টে ইলেকট্রিক শক লাগে।"

নান্টু বাধ্য ছেলের মতো জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কত ভোল্টে ইলেকট্রিক শক লাগে?"

"পঞ্চাশ। পঞ্চাশ থেকে যত বেশি, ইলেকট্রিক শক তত বেশি।"

নান্টু একটু চিন্তা করে বলল, "অ।"

"তাহলে বল দেখি, কাউকে যদি ইলেকট্রিক শক দিতে হয় তাহলে কী করতে হবে।"

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "অনেকগুলো ব্যাটারি লাগবে?"

বল্টু চোখ বড় বড় করে বলল, "উঁহু। একটা ব্যাটারি দিয়েই হবে, শুধু ভোল্টেজটা বাড়িয়ে ফেলতে হবে।"

নান্টু বলল, "অ।"

বল্টু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "খালি অ বললে হবে না, তোকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেমন করে ভোল্টেজ বাড়ায়।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে ভোল্টেজ বাড়ায়?"

"ইনডাকশন কয়েল দিয়ে।"

নান্টু বলল, "অ।"

বল্টু রেগে বলল, "তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। শুধু অ বলিস কেন। এখন জিজ্ঞেস কর, কেমন করে ইনডাকশন কয়েল বানায়।"

নান্টু আমতা আমতা করে বলল, "এ রকম কঠিন জিনিসের নাম তো বলতে পারি না। আমি যদি আঙুলটা এ রকম তিড়িংবিড়িং করে নাড়াই, তাহলে তুমি মনে করবে আমি প্রশ্নটা করেছি।"

পদ্ধতিটা বল্টুর পছন্দ হলো, বলল, "ঠিক আছে, আঙুল তিড়িংবিড়িং করে নাচা।"

নান্টু তখন আঙুলটা তিড়িংবিড়িং করে নাচাল, বল্টু তখন ইনডাকশন কয়েলে কেমন করে ভোল্টেজ বাড়ায় সেটা বুঝিয়ে দিল। প্রাইমারি কয়েলে দশ প্যাঁচ আর সেকেন্ডারিতে একশ প্যাঁচ থাকলে ভোল্টেজ বাড়বে দশ গুণ। প্রাইমারি কয়েলে দশ প্যাঁচ আর সেকেন্ডারিতে এক হাজার প্যাঁচ থাকলে ভোল্টেজ বাড়বে একশ গুণ। সবকিছু শুনে নান্টু আবার তার আঙুল তিড়িংবিড়িং করে নাচাল। তার মানে সে আবার প্রশ্ন করেছে। প্রশ্নটা অনুমান করে বল্টু উত্তর দিল, "আমি চেষ্টা করছি হাজার ভোল্ট বানাতে।"

BANGLABOOK.COM

নান্টু আবার আঙুল নাচাল। বল্টু উত্তর দিল, "না, এই ভোল্টেজে শক খেলে কেউ মারা যাবে না। দেড় ভোল্টের ব্যাটারিতে কারেন্ট কম।"

নান্টু আবার আঙুল নাচাল। বল্টু উত্তর দিল, "বানানো প্রায় শেষ। সেকেন্ডারি কয়েলের তার খুব চিকন। ছিঁড়ে যায় একটু পর পর।"

নান্টু আবার আঙুল নাচাল। বল্টু আবার উত্তর দিল। নান্টু আবার নাচাল। বল্টু আবার উত্তর দিল। এভাবে চলতেই থাকল। উত্তরগুলো হলো এ রকম :

"না, প্রাইমারির তার মোটা, ছেঁড়ে না।"

"না, তারগুলি এনামেল-কোটেড, তাই শর্ট হয় না।"

"শর্ট মানে হচ্ছে একটার সাথে আরেকটা লেগে যাওয়া।"

"হ্যাঁ, এ জন্যে তারের ওপর প্লাস্টিক থাকে যেন শর্ট না হয়।"

"না প্লাস্টিকের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি যায় না।"

"হ্যাঁ, গরম হলে প্লাস্টিক গলে যায়।"

"হ্যাঁ, প্লাস্টিক গলে গেলে পোড়া গন্ধ বের হয়।"

"হ্যাঁ, আমরা নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকি।"

"না, আমরা কান দিয়ে গন্ধ শুঁকতে পারি না।"

"হ্যাঁ, আমরা কান দিয়ে শুনি।"

"না, আমরা কান দিয়ে দেখি না।"

"হ্যাঁ, আমরা চোখ দিয়ে দেখি।"

"না, আমরা অন্ধকারে দেখতে পারি না।"

"হ্যাঁ, অন্ধকারে গেলে আমরা ধাক্কা খেয়ে ধুরুম করে পড়ে যেতে পারি।"

নান্টু খুবই উৎসাহ পেয়েছে। সে এবার উত্তর শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে না। একটানা আঙুলগুলো তিড়িংবিড়িং করে নাচিয়ে যাচ্ছে আর নাচিয়ে যাচ্ছে। বল্টু শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে বলল, "তুই প্রশ্ন করা বন্ধ করবি?"

নান্টু তখন তার আঙুলগুলো থামিয়ে বলল, "বল্টু ভাইয়া, তুমিই না বললে সব সময় প্রশ্ন করতে। সে জন্যেই তো করছি।"

"ব্যাস, অনেক হয়েছে। এখন থামা।"

"ঠিক আছে, বল্টু ভাইয়া।"

বল্টু তার ইনডাকশন কয়েলে তার প্যাঁচাতে শুরু করল। কাছেই নান্টু গালে হাত দিয়ে বসে থেকে গভীর মনোযোগ দিয়ে বল্টুর তার প্যাঁচানো

BANGLABOOK.COM

দেখতে লাগল। তার প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বল্টু জিজ্ঞেস করল, "তুই বড় হয়ে কী হবি ঠিক করেছিস?"

নান্টু কোনো উত্তর না দিয়ে তার আঙুলগুলো তিড়িংবিড়িং করে নাচাল। বল্টু বলল, "আমি? আমি এমনিতে হব সায়েন্টিস্ট। আর যখন সায়েন্টিস্ট থাকব না, তখন হব অ্যাস্ট্রোনট।"

নান্টু বলল, "আমিও অ্যাস্ট্রোনট হব।"

বল্টু বলল, "ভেরি গুড।"

নান্টু একটু পরে বলল, "কিন্তু অ্যাস্ট্রোনট মানে কী? তারা কী করে?"

"অ্যাস্ট্রোনট হচ্ছে যারা রকেটে করে মহাকাশে যায়।"

"কিন্তু তুমি রকেট কোথায় পাবে?"

"বড় হলে আমি নিজেই বানাব।"

উত্তরটা নান্টুর পছন্দ হলো। বল্টু ইচ্ছা করলে একটা রকেট বানাতে পারবে সে ব্যাপারে নান্টুর কোনো সন্দেহ নাই।

বল্টু তার প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলল, "সায়েন্টিস্ট হওয়া সোজা। অ্যাস্ট্রোনট হওয়া এত সোজা না।"

নান্টু তার আঙুল নাচাল।

বল্টু বলল, "অ্যাস্ট্রোনট হতে হলে অনেক রকম ট্রেনিং নিতে হয়। একটা টেনিং হচ্ছে কোনো রকম ওজন ছাড়া ভেসে থাকা।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। দেখিস নাই, ডিসকভারি চ্যানেলে সব অ্যাস্ট্রোনট ভেসে বেড়াচ্ছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন ট্রেনিং।"

নান্টুর বিষয়টা বুঝতে ঝামেলা হলো। তাই জিজ্ঞেস করল, "ওজন কেমন করে নাই করতে হয়?"

বল্টু তার প্যাঁচানো বন্ধ করে বলল, "খুব সোজা। ওপর থেকে লাফ দিতে হয়। যতক্ষণ তুই নিচে পড়তে থাকবি ততক্ষণ তোর মনে হবে কোনো ওজন নাই।"

"কিন্তু যখন নিচে এসে পড়বে?"

বল্টু শুকনো মুখ করে বলল, "তখন তুই একেবারে ভর্তা হয়ে যাবি। সেটাই সমস্যা। তা না হলে আমি কবে তিনতলা থেকে লাফ দিতাম।"

"বেশি উঁচু থেকে লাফ না দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে লাফ দাও।"

"সেটা তো আমি কতবার দিয়েছি। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই নিচে নেমে আসি। বুঝতেই পারি না।" কথা বলতে বলতে বল্টু তার ঘরের ছাদের দিকে তাকাল। সেখানে দুটি হুক। একটা থেকে সিলিং ফ্যান ঝুলছে,

BANGLABOOK.COM

অন্যটা খালি। খালি হুকটা দেখে বল্টুর চোখ-মুখ হঠাৎ এক শ ওয়াট লাইটের মতো জ্বলে উঠল। বল্টু বলল, "এক কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"ওই যে হুকটা দেখছিস, সেখান থেকে একটা দড়িতে বেঁধে ঝুলে পড়লে কেমন হয়?"

নান্টু তার মাথা চুলকাল। কেমন করে বল্টুকে দঁড়িতে বেঁধে হুক থেকে ঝোলানো হবে, কেমন করে নেমে আসবে—কিছুই বুঝতে পারছে না। বল্টু অবশ্য এত সহজে হাল ছেড়ে দিল না। নান্টুকে বোঝাতে শুরু করল। বলল, "প্রথমে একটা দড়ি দিয়ে আমার পেটে বাঁধব। তারপর দড়িটা ওই হুকটার ভেতর দিয়ে পাঠাব। তখন তুই এই দড়িটা ধরে টেনে আমাকে ওপরে তুলবি ..."

নান্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "আ-আমি?"

"কেন? পারবি না?"

"মনে হয় পারব না।"

"তাহলে তোকে বেঁধে আমি টেনে তুলি। এর পর যখন ছেড়ে দেব, তুই ভাসতে ভাসতে নেমে আসবি।"

নান্টু শুকনো মুখে বলল, "আ-আমাকে টেনে তুলবে?"

"হ্যাঁ, তুইও তো বড় হয়ে অ্যাস্ট্রোনট হবি। তোর ট্রেনিং লাগবে না?"

"যদি পড়ে যাই?"

"পড়বি না, আমি ধরে রাখব।"

কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গেল। নান্টুকে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখার জন্য মোটা দড়ি ছিল না, তাই বল্টু শুট করে রিতুর একটা শাড়ি নিয়ে এল। সেটা দিয়ে নান্টুর কোমরে শক্ত করে বাঁধা হলো। টেবিলের ওপর একটা চেয়ার, তার ওপর একটা মোড়া রেখে সেখানে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে হুকের ভেতর দিয়ে শাড়িটা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। এবার শুধু টেনে ওপরে তোলা বাকি।

বল্টু জিজ্ঞেস করল, "রেডি?"

নান্টু শুকনো মুখে বলল, "রেডি।"

"মনে রাখিস, তোকে যখন টেনে ওপরে তুলব তখন তোর মনে হবে তোর ওজন বেড়ে যাচ্ছে। আর যখন নিচে নামবে তখন মনে হবে তোর ওজন কমে যাচ্ছে।"

"ঠিক আছে।"

"তুই আমাকে ঠিক ঠিক সবকিছু বলবি।"

BANGLABOOK.COM

"বলব।"

"রেডি ... ওয়ান, টু, থ্রি!" বলে একটা হেঁচকা টান দিতেই নান্টু ছয় ইঞ্চির মতো ওপরে উঠে গেল। কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা। ওই অবস্থায় সে ঘুরতে শুরু করে।

বল্টু হেঁচকা টান দিয়ে তাকে আরেকটু ওপরে তুলে জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে?"

নান্টু বলল, "কোমরে চিপা লাগছে।"

"ওজন কি বেশি মনে হচ্ছিল?"

"হ্যাঁ, অনেক বেশি মনে হচ্ছে।"

বল্টু তাকে মাটি থেকে পাঁচ-ছয় ফুট ওপরে তুলে ফেলল। সেভাবে ঝুলে থেকে নান্টু চরকিপাক খেতে থাকে। বল্টু জিজ্ঞেস করল, "এখন কেমন লাগছে?"

নান্টু বলল, "মাথা ঘুরছে।"

"ওজন কেমন লাগছে?"

"জানি না।" নান্টু কোঁকাতে কোঁকাতে বলল, "পেটে চিপা লাগছে। আর মাথা ঘুরছে। বমি হতে পারে।"

"বমি?"

"হ্যাঁ।"

"খবরদার! বমি করবি না, আর একটু ..." বলে হেঁচকা টান দিয়ে নান্টুকে ছাদের কাছাকাছি তুলে নিয়ে আসে। সেখানে নান্টু প্রায় ফ্যানের মতোই ঘুরতে শুরু করেছে।

ঠিক এ সময় রিতু তার ঘর থেকে বের হয়েছে তার শাড়ির খোঁজে। এই মাত্র শাড়িটা বের করেছে। হঠাৎ করে সেটা উধাও হয়ে যাওয়ার অর্থ একটাই—বল্টু তার কোনো একটা গবেষণার জন্য সেটা সরিয়েছে। রিতু বল্টুর ঘরে এসে হকচকিয়ে গেল। নান্টু ছাদের কাছাকাছি ঝুলে চরকির মতো ঘুরছে। রিতুর শাড়িটা দিয়ে তাকে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

রিতু ছোটখাটো একটা চিৎকার দিয়ে দৌড়ে নান্টুকে ধরে ফেলল। তাকে যখন কোলে করে নামাচ্ছে, তখন বল্টু চিৎকার করে ঘর ফাটিয়ে দিচ্ছিল। গবেষণার পুরোটা শেষ হলে কী হতো সেটা কেউ ভালো করে জানে না।

BANGLABOOK.COM

৮. আবিষ্কারের ধাক্কা

বইয়ের দোকানে বল্টু একটা খুব মজার বই পেয়ে গেলো—ভেতরের ছবিগুলো লাল আর সবুজ রঙ দিয়ে আঁকা, বইয়ের সাথে একটা চশমা দেওয়া আছে, কার্ডবোর্ডের ফ্রেম, দুই চোখে দুই রঙের প্লাস্টিকের কাচ,

BANGLABOOK.COM

একটা সবুজ অন্যটা লাল। সেই চশমাটা দিয়ে ছবিগুলো দেখলে মনে হয়ে বই থেকে ছবিগুলো লাফ দিয়ে বের হয়ে এসেছে। বিচিত্র সব ছবি, সেগুলো দেখতে বল্টুর খুব মজা লাগছিল, কিন্তু ব্যাপারটা কেমন করে ঘটে সেটা বুঝতে নিশ্চয়ই আরো অনেক মজা। দোকানে দাঁড়িয়ে বল্টু সেটা বুঝতে পারল না, এটা বুঝার জন্যে বইটা বাসায় নিয়ে দেখা দরকার।

বল্টু তার আম্মুর কাছে বইটা নিয়ে গেলো, বলল, "আম্মু, তুমি বলেছিলে না আমি ভালো হয়ে থাকলে তুমি একটা গিফট কিনে দেবে?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম।"

বল্টু সতর্কভাবে চেষ্টা করল, "আমি তো অনেক ভাল হয়ে থাকলাম—"

রিতু ঝংকার দিয়ে বলল, "তুই মোটেও ভালো হয়ে থাকিস নি। তোর যন্ত্রণায় আমার জীবন শেষ—এখন আমার জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হবে।"

রিতু কথাটা খুব আস্তে বলে নাই, তাই বইয়ের দোকানের অনেকেই মাথা ঘুরিয়ে দেখলো কোন মানুষটার কারণে রিতুর জঙ্গলে গিয়ে থাকা দরকার হয়ে পড়েছে। বল্টু রিতুর কথাটা না শোনার ভাণ করে বলল, "ঠিক আছে, আমি যদি সামনের মাসে ভালো হয়ে থাকি তাহলে কী একটা গিফট কিনে দেবে?"

রিতু সরু চোখে বল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আগে সামনের মাসটা পার হোক, আমি দেখি।"

"তুমি কী আগেই গিফটটা দিতে পার না, আমি পরে ভালো হয়ে থাকলাম।"

রিতু মুখ শক্ত করে বলল, "না।"

"কেন না?"

"তোর সাথে আমার কোনো বাকি কারবার করি না। তুই আগে আমাকে অনেকবার ঠকিয়েছিস।"

বল্টু সেটা অস্বীকার করতে পারল না, বিজ্ঞান গবেষণা করতে অনেক কিছু কিনতে হয়, টাকা-পয়সার দরকার, আম্মুকে নানাভাবে বোকা বানিয়ে সে মাঝে মাঝে এগুলো কিনেছে। এই লাইনে সুবিধা করতে না পেরে বল্টু তখন অন্য একটা লাইন ধরল, বলল, "আম্মু।"

"কী হলো।"

"তুমি তো সবসময়েই জন্মদিনে গিফট কিনে দাও। দাও না?"

"হ্যাঁ দেই।"

"আমার সামনের জন্মদিনের গিফটটা কী এখন কিনে দিতে পারবে।"

BANGLABOOK.COM

"তুই আমাকে বোকা পেয়েছিস? গতমাস চশমার দোকান থেকে আমাকে দিয়ে কী সব লেন্স ফেন্স কিনিয়েছিস মনে আছে? তখন বলেছিস এটা তোর জন্মদিনের গিফট? একবছরে তোর কয়টা জন্মদিন হবে?"

ব্যাপারটা বল্টুর মনে ছিল কিন্তু মনে মনে আশা করেছিল আম্মুর মনে নাই! মনে হচ্ছে আম্মুর ঠিকই মনে আছে। মানুষ এরকম ছোটখাটো জিনিস কেন মনে রাখে?

বল্টু তবু হাল ছাড়ল না, বলল, "ঠিক আছে আম্মু, আমাকে এরপরের জন্মদিনে কোনো গিফট দিতে হবে না। এখন এই বইটা কিনে দাও।"

রিতু ভুরু কুচকে বলল, "কতো দাম বইটার।"

বল্টু দেখেছে বইটার দাম আড়াইশ টাকা, কিন্তু সে ভান করল দামটা জানে না। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "কতো আর হবে! বইতো আর বেশি হয় না। তোমার বইয়ের সাথে দিয়ে দিচ্ছি।"

"উঁহু। আগেই না।" রিতু বইটা হাতে নিল, বইয়ের দামটা দেখলো, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "না। এতো দাম দিয়ে বই কেনা যাবে না।"

বল্টু শেষ চেষ্টা করল, "আম্মু! তুমি নিজেই বলেছ কে জানি বলেছে বই কিনে কেউ কী জানি হয় না।"

"দেউলিয়া হয় না। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন।"

"তাহলে?"

"সৈয়দ মুজতবা আলীর যদি তোর মতো একটা ছেলে থাকতো তাহলে মোটেও ওরকম কথা বলতেন না।"

কাজেই বল্টুর বইটা কেনা হলো না। বল্টু অবশ্যি হাল ছেড়ে দিল না, সে এতো সহজে হাল ছেড়ে দেয় না।

সন্ধ্যেবেলা খবর শোনার সময় রাজু দেখলো টেলিভিশনের উপরের ডান কোণার রংটা কেমন যেন বিদঘুটে হয়ে আছে। কয়েকটা চ্যানেল পাল্টে দেখলো সব চ্যানেলেই এক অবস্থা। তার মানে টেলিভিশন সেটটারই সমস্যা। সে রিতুকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "রিতু, টেলিভিশনের এরকম অবস্থা কেন?"

রিতু দেখে বলল, "জানি না তো!"

রাজু বলল, "এতো টাকা দিয়ে টেলিভিশন কিনি, দুদিন যেতে না যেতেই এই অবস্থা!"

বল্টু কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল, চোখের কোণা দিয়ে খুব সতর্কভাবে তার আব্বু আর আম্মুর কথা শুনছিলো, এবারে গলা খাকারি দিয়ে বলল, "আব্বু।"

BANGLABOOK.COM

"কী হলো?"

"আমি যদি টেলিভিশনটা ঠিক করে দিই, আমাকে কী দেবে?"

সাথে সাথে রাজু আর রিতু বুঝে গেলো এটা বল্টুর কীর্তি। রিতু প্রায় লাফ দিয়ে এসে বল্টুর কান ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু বল্টু তার হাত গলে বের হয়ে বলল, "টিভি মেকানিকের কাছে নিলে সে দুই তিন হাজার টাকা নিবে, আমি অনেক কম টাকায় ঠিক করে দিব।"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "তুই আবার কবে থেকে টাকার কারবার শুরু করেছিস?"

বল্টু বলল, "মাত্র আড়াইশ টাকা।"

রিতু কোমরে হাত দিয়ে বলল, "এক্ষুণি ঠিক করে দে বলছি! না হলে কান ছিড়ে ফেলব। এক পয়সাও পাবি না।"

কাজেই বল্টু অত্যন্ত মন খারাপ করে টেলিভিশনের ওপরে রাখা চুম্বকটা সরিয়ে নিল, সাথে সাথেই টেলিভিশনের বিদঘুটে রং ঠিক হয়ে গেলো। ব্যাপারটা বল্টু অনেকদিন আগেই আবিষ্কার করেছে, টেলিভিশনের স্ক্রীনের কাছে চুম্বক ধরে রাখলে রং ওলট-পালট হয়ে যায়। কেন সেটা হয় সেটাও সে জানে—কিন্তু কেউ তার কাছে সেটা জানতে চায় না! বল্টু দেখেছে তার মতো বিজ্ঞান নিয়ে কারো কোনো কৌতূহলে নেই।

পরের দিন রাতের খাবারের পর বল্টু রাজুকে বলল, "আব্বু তুমি বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লিখতে পার?"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "পারব না কেন?"

বল্টু বলল, "কিন্তু আমি বলছি তুমি পারবে না।"

"পারব না?"

"না। এই দেখো ফ্রিজে একটা কাগজ লাগিয়ে রেখেছি, আমি বলছি তুমি এই কাগজটাতে বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লিখতে পারবে না।"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "কেন পারব না?"

বল্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমি বলছি তুমি পারবে না। তুমি যদি বিশ্বাস না করো তাহলে আমার সাথে বাজী ধরতে পার।"

"বাজী ধরব? তোর সাথে?"

"হ্যাঁ।"

"কয়দিন পরে বলবি তোর সাথে জুয়া খেলতে হবে। বলবি নাকী?"

"নাহ্। সেটা বলব না। কেমন করে জুয়া খেলতে হয় আমি জানি না। কিন্তু বাজী ধরতে পার। আড়াইশ টাকা।"

BANGLABOOK.COM

আড়াইশ টাকার জন্যে হঠাৎ করে বল্টু কেন খেপে উঠেছে রাজু সেটা এর মাঝে রিতুর কাছ থেকে জেনে গেছে সে সেটা বল্টুর কাছে প্রকাশ করল না। বলল, "আমি বাজী ধরতে পারব না—কিন্তু বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লিখে দেখতে চাই।"

বল্টু হতাশ হয়ে বলল, "বাজী ধরবে না?"

"উহুঁ। তোর সাথে বাজী ধরে বিপদে পড়ব নাকী?"

রাজু ফ্রিজে রাখা কাগজটাতে বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লিখতে গিয়ে আবিষ্কার করল, সত্যি সত্যি একটুক্ষণ পরেই আর লেখা যাচ্ছে না, মনে হয় বল পয়েন্ট কলমের কালি শুকিয়ে গেছে।"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য!"

বল্টু ব্যাখ্যা করল, "বল পয়েন্ট কলমের কালি নিচের দিকে যেতে হয়—এই কাগজটাতে লেখার জন্যে কলমটা এইভাবে ধরেছ তো তাই কালিকে উপরের দিকে যেতে হবে! সেই জন্যে শুকিয়ে যাচ্ছে।"

রাজু চমৎকৃত হলো। কতো সহজ বিষয় কিন্তু সে নিজে কখনো খেয়াল করে নি। রাজু পরের দিন বল্টুর জন্যে বইটা কিনে আনল, বল্টুকে সেটা জানাল না।

সন্ধ্যেবেলা বল্টু ডাইনিং টেবিলে একটা কাপের মাঝে খানিকটা পানি ভরে নিয়ে এসেছে, সাথে একটা ব্লেড আর কয়েকটা সুঁই। রিতু আর রাজুকে ডেকে বলল, "আব্বু আর আম্মু, তোমার কী মনে হয় পানির মাঝে এই ব্লেডটা আর সুঁইটা ভাসাতে পারব?"

রিতু বলল, "তুই যখন জিজ্ঞেস করছিস নিশ্চয়ই পারবি। না পারলে কী আর জিজ্ঞেস করিস?"

"আমি যদি ভাসাতে পারি তাহলে আড়াইশ টাকা দিবে?"

"কেন? আড়াইশ টাকা দিব কেন? তুই যদি ভাসাতে পারিস তাহলে নিশ্চয়ই তার একটা বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। সে জন্যে তোকে টাকা দেব কেন?"

"ভাসানোর জন্যে আড়াইশ টাকা দেবে না?"

"না। বৈজ্ঞানিক নিয়মে যেটা ভাসার কথা সেটা ভাসবেই। যে কেউ ভাসতে পারবে। সেটাই নিয়ম। তার জন্যে টাকা পাবি কেন?"

রাজু মুখ টিপে হেসে বলল, "এটার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে সারফেস টেনশান। পৃষ্ঠটান। পৃষ্ঠটানের জন্যে পানিতে সুঁই ব্লেড এসব ভাসানো যায়। কোনো কোনো পোকা আছে পানির উপর দিয়ে দৌড়াতে পারে।"

BANGLABOOK.COM

রিতু বলল, "আমাদের কী বোকা পেয়েছিস? আমরাও মাঝে মাঝে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেল দেখি। এই বাসায় তুই একা বৈজ্ঞানিক নাকী? আমরাও হাফ বৈজ্ঞানিক! কোয়ার্টার বৈজ্ঞানিক।"

বল্টুর মুখে এইবার এক ধরনের হাসি ফুটে উঠে, সে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে, এই ব্লেড আর সুঁইটা পানিতে ভাসানোর জন্যে যদি আড়াইশ টাকা দিতে না চাও তাহলে যদি এটা ভাসাতে না পারি তাহলে দেবে?"

রাজু ভুরু কুচকে বলল, "কী বললি?"

"আমি যদি সারফেস টেনশান নাই করে দিই—"

"কীভাবে নাই করবি?"

"আড়াইশ টাকা দাও বলব।"

"বলতে চাইলে বল, না হলে বলিস না। কিন্তু কোনো টাকা পয়সা পাবি না।"

বল্টু মন খারাপ করে চলে যাচ্ছিল, তখন রাজু বলল, "বল্টু, যাবার সময় ঐ প্যাকেটটা নিয়ে যা।"

বল্টু মুখ ভোতা করে বলল, "কোথায় নেব?"

"তোর ইচ্ছা।"

বল্টু মুখ ভোতা করেই প্যাকেটটা হাতে নিল এবং মুহূর্তের মাঝে তার মুখ একশ ওয়াট বালবের মতো জ্বলে উঠল। টান দিয়ে প্যাকেটটা ছিড়ে সে বইটা বের করে আনন্দে চিৎকার করে উঠে দৌড়ে রাজুর কাছে এলো, "আব্বু, সাবান দিয়ে!"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "কী সাবান দিয়ে?"

"সারফেস টেনশান নাই করতে হয় সাবান দিয়ে। পানির মাঝে যদি সাবান দেও তাহলে সারফেস টেনশান থাকে না!"

রাজু চোখ কপালে তুলে বলল, "ও আচ্ছা!"

"আমার কথা তুমি বিশ্বাস করলে না?"

"করেছি। করেছি।"

"না করলে তুমি পরীক্ষা করে দেখো—"বলে বল্টু বইটা বগলে নিয়ে উধাও হয়ে গেলো।

পরদিন সকালে নান্টু এসে দেখলো বল্টু গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছে। নান্টু সাধারণত কোনো প্রশ্ন করে না তাই সেও বল্টুর পাশে বসে বইটা পড়ার চেষ্টা করতে লাগলো। বল্টু বলল, "বুঝলি নান্টু, এইটা হচ্ছে ফাটাফাটি বই।"

BANGLABOOK.COM

“যেটা চাচী কিনে দিতে চাচ্ছিলেন না?”

“হ্যাঁ। না কিনে যাবে কোথায়। বুঝলি, প্রথমে এমনিতে চেষ্টা করতে হয়, যখন কাজ না করে তখন কী করতে হয় জানিস?”

“কী?”

“ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদতে শুরু করতে হয়। চোখে একটু পেয়াঁজের রস দিবি দেখবি ঝরঝর করে চোখ থেকে পানি বের হবে। মনে করবে সত্যি সত্যি কাঁদছিস।”

নান্টু মাথা নাড়ল। বল্টু বলল, “কান্নাকাটিতে যদি কাজ না হয় তাহলে কী করতে হয় সেটাও ঠিক করে রাখা আছে।”

“ও আচ্ছা।”

বল্টু বিরক্ত হয়ে বলল, “ও আচ্ছা বলিস না, জিজ্ঞেস কর কী ঠিক করে রাখা আছে।”

“কী ঠিক করে রাখা আছে?”

“বগলে রসুন দিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে থাকব। তাহলে জ্বর উঠে যাবে। জ্বর উঠলে সব আম্মুরা একেবারে মাখনের মতো নরম হয়ে যায়। এটা শিখে রাখ।”

নান্টু মাথা নেড়ে বিষয়টা শিখে রাখলো।

বল্টু তখন নান্টুকে নিয়ে তার এই নতুন বইটা পড়ে, সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। সাধারণ একটা ছবি লাল সবুজ চশমা দিয়ে দেখলে কেন সেটা লাফ দিয়ে বের হয়ে আসছে সেটা বোঝার চেষ্টা করে।

নান্টু বোঝাবুঝির ঝামেলায় গেল না, বল্টু যেটা বলল সেটাই শুনে মাথা নাড়তে লাগলো। বল্টুর কথা শুনতেই তার ভালো লাগে, মাথা নাড়তে আরো বেশি ভালোলাগে!

পরের দিন রাতে বল্টু ঘুমানোর আগে রিতু জিজ্ঞেস করল, “বল্টু হোমিওয়ার্ক করেছিস?”

“করেছি আম্মু।”

“কী কী হোমওয়ার্ক ছিল?”

“ইংরেজি আর বাংলা।”

“দুটোই করেছিস তো, নাকী তোর বই নিয়েই সারাদিন পড়েছিলি?”

বল্টু এক গাল হেসে বলল, “দুইটাই। বইটা দিয়েই হোম ওয়ার্ক করেছি।”

রিতু ভুরু কুচকে বলল, “মানে?”

BANGLABOOK.COM

“আমি একটা বিশাল আবিষ্কার করেছি আম্মু। সেই আবিষ্কার দিয়ে হোমওয়ার্ক করেছি।”

বল্টুর কথা শুনে রিতু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো, প্রায় প্রতিদিনই বল্টু বিশাল কিছু আবিষ্কার করে আর তার প্রত্যেকটা আবিষ্কারই হয় একটা করে বিশাল অঘটন।

রিতু ভয়ে ভয়ে বলল, “দেখা দেখি তোর আবিষ্কার। দেখি, কীভাবে সেটা দিয়ে হোম ওয়ার্ক করলি?”

বল্টু খুব উৎসাহ নিয়ে তার হোম ওয়ার্কের খাতাটা বের করল। খুলে ভেতরের হোমওয়ার্কটা বের করতেই রিতুর চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। পুরো পৃষ্ঠাতে হিজিবিজি লেখা। একই সাথে লাল আর সবুজ কালিতে বাংলা আর ইংরেজি লেখা। সেখান থেকে একটা অক্ষর পড়ার উপায় নেই। রিতু চোখ কপালে তুলে বলল, “এটা কী করেছিস?”

বল্টু হাসি হাসি মুখে বলল, “হোমওয়ার্ক।”

“এটা হোমওয়ার্ক? একটা কিছু পড়া যায় না!”

বল্টু তখন কার্ডবোর্ডের লাল সবুজ চশমাটা বের করে রিতুর হাতে দিয়ে বলল, “এইটা চোখে দিয়ে একবার বাম চোখে দেখো, আরেকবার ডান চোখে দেখো।”

রিতু চশমাটা হাতে নেয়, ডান চোখ বন্ধ করতেই হতবাক হয়ে দেখলো সব হিজিবিজি লেখা উধাও হয়ে মুহূর্তে সেখানে ঝকঝকে বাংলা হোমওয়ার্ক। রিতু অবাক হওয়ার একটা শব্দ করে বাম চোখ বন্ধ করতেই হতবাক হয়ে দেখলো মুহূর্তে বাংলা লেখাগুলো উধাও হয়ে সেখানে ইংরেজি লেখা বের হয়ে এসেছে! রিতু অবাক হয়ে বলল, “কী আশ্চর্য! কেমন করে করলি?”

বল্টু বলল, “সোজা আম্মু! খুবই সোজা! চশমার লাল কাচ দিয়ে শুধু সবুজ লেখাগুলো দেখা যায়। সবুজ কাচ দিয়ে দেখা যায় শুধু লাল লেখা!”

“তাই নাকী?”

“হ্যাঁ আম্মু—এই দেখো।” বলে বল্টু মহা উৎসাহে তার আম্মুকে ব্যাপারটা বোঝাতে শুরু করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে রিতু রাজুকে বলল, “তোমার ছেলে এক কাগজে দুই হোম ওয়ার্ক করে রেখেছে দেখেছ?”

রাজু বলল, “দেখেছি! ভেরি ক্লেভার।”

BANGLABOOK.COM

"সেটা ঠিক। কিন্তু স্কুলে টিচাররা তো এটাকে ক্লেভার ভাববে না। বেচারা এতো উৎসাহ নিয়ে স্কুলে যাবে, টিচাররাতো তাকে বকাঝকা করে বারটা বাজাবে।"

রাজু বলল, "সেটা ঠিকই বলেছ।"

রিতু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এতো উৎসাহ নিয়ে হোমওয়ার্কটা রেডি করেছে আমি আর না করতে পারলাম না।"

রাজু চিন্তিত মুখে বলল, "দেখা যাক কী হয়।"

পরের দিন বল্টু স্কুল থেকে যখন ফিরে এলো তখন তার মুখ গম্ভীর। রিতু তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। বিকেল বেলা যখন নান্টু এলো তখন কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বল্টু রাগে একেবারে ফেটে পড়ল, হাত পা নেড়ে চিৎকার করে বলল, "আমি এখন কী আবিষ্কার করব জানিস?"

নান্টু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী?"

"এটম বোমা। তারপর সেই বোমা দিয়ে পুরো স্কুলটা উড়িয়ে দেব। স্কুলটা উড়িয়ে দেবার সময় ভেতরে কাকে কাকে রাখব জানিস?"

নান্টু কিছু বলার আগেই বল্টু নিজেই বলল, "আমাদের বাংলা মিস আর ইংরেজি স্যারকে।"

নান্টু মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, "ঠিক আছে।"

"আজকে কী হয়েছে জানিস?"

"না। জানি না।"

লাল সবুজ হোমওয়ার্ক বের করে বলল, "এই দেখ, আমি এক পৃষ্ঠায় দুই হোম ওয়ার্ক করেছি।"

নান্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "কোনোটাই তো দেখা যায় না।"

বল্টু তার লাল সবুজ চশমা বের করে বলল, "চশমা ছাড়া তো দেখা যাবেই না। এই চশমা পড়ে একবার ডান চোখ দিয়ে দেখ, আরেকবার বাম চোখ দিয়ে দেখ।"

নান্টু দেখে অবাক হয়ে বলল, "কী সুন্দর! কী মজা!"

"আর আমার বাংলা মিস কী বলেছে জানিস?"

নান্টু মাথা নাড়ল, "জানি না।"

"বলেছে, যত্তো সব পাগলামী। তারপর আমার কান মলে দিয়েছে।"

নান্টু উদাস মুখে বলল, "কাজটা ঠিক করে নাই।"

বল্টু বলল, "আর ইংরেজি স্যার তো আরো ডেঞ্জারাস। এই চশমাটা দিয়ে দেখতেই রাজী হয় নাই। হোমওয়ার্কের খাতায় হিজিবিজি লেখার

BANGLABOOK.COM

জন্যে এত্তো বড় একটা গোল্লা দিয়েছে। বলেছে আব্বুর কাছে নালিশ করবে।"

নান্টু নিশ্বাস ফেলে বলল, "কাজটা ঠিক করে নাই। একেবারে ঠিক করে নাই।"

বল্টু তার ঘরে কয়েকবার পায়চারী করে বলল, "আমি বাংলা মিস আর ইংরেজি স্যারকে বুঝাতেই পারলাম না যে সবাই যদি এইভাবে হোমওয়ার্ক করে তাহলে দেশের অর্ধেক কাগজ বেঁচে যাবে! দেশের কতো বড় উপকার হবে জানিস?"

নান্টু মাথা নেড়ে বলল, সে জানে।

"কিন্তু আমি স্যারদের আর মিসদের সেটা বুঝাতেই পারলাম না!"

নান্টু একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "বড় মানুষেরা আসলে খুবই বোকা হয়।"

বল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছিস।"

পরের দিন নান্টু এসে দেখল বল্টু তার টেবিলের নিচে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে একটা কিছু তৈরি করছে। নান্টুকে দেখে বল্টু এক গাল হেসে বলল, "কী তৈরি করছি বল দেখি?"

নান্টু বলল, "এটম বোমা।"

"উহুঁ। এটম বোমা বানানো খুব কঠিন। ইউরেনিয়াম প্লুটোনিয়াম লাগে, আম্মু কিনতেই দেবে না।"

নান্টু বলল, "অ।"

"আমি বানাচ্ছি ইনডাকশান কয়েল।"

"অ।"

"একটা ব্যাটারী দিয়ে অনেক হাই ভোল্টেজ তৈরি করা যায়। তারপর সেইটা আমার কানে লাগিয়ে রাখব। বাংলা মিস পরের বার যখন কানে ধরবে তখন ইলেকট্রিক শক খেয়ে ধুরুম করে পড়বে!" বিষয়টা চিন্তা করেই বল্টু পেটে হাত দিয়ে খিক খিক করে হাসতে থাকে!

ইনডাকশান কয়েলটা পুরোপুরি দাঁড় করাতে বল্টুর অবশ্যি কয়েকদিন লেগে গেলো। দুটো টার্মিনাল কানে লাগানোর ব্যবস্থা করতেই তার সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে। সবকিছু ঠিকঠাক করে কাজ করছে কী না সেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে নান্টু যা একটা ইলেকট্রিক শক খেলো সেটা আর বলার মতো নয়!

BANGLABOOK.COM

পরের দিন বল্টু যখন স্কুলে যায় তখন রিতু বলল, "তোর কানে এটা কী লাগানো?"

"ইনডাকশান কয়েলের টারমিনাল।"

রিতু ভুরু কুচকে বলল, "সেটা আবার কী?"

"তুমি বুঝবে না আম্মু।"

"চেষ্টা করে দেখ, বুঝতেও তো পারি।"

ব্যাপারটা আম্মুকে বুঝালে আম্মু সেটা তার কানে লাগিয়ে স্কুলে যেতে দেবে বলে মনে হয় না। তাই সে হাত নেড়ে বলল, "স্কুল থেকে এসে তোমাকে বুঝাব।"

রিতুর তাড়াহুড়ো ছিল তাই সে আর জোর করল না। তবে জোর করা উচিত ছিল সেটা টের পেলো ঘন্টাখানেকের মাঝেই, যখন স্কুল থেকে হেড মিস্ট্রেস তাকে ডেকে পাঠালেন, খুব নাকী জরুরি ব্যাপার।

রিতু প্রায় ছুটতে ছুটতে স্কুলে গিয়ে দেখে হেড মিস্ট্রেসের ঘরে বল্টু বসে আছে। রিতুকে দেখে ফিস ফিস করে বলল, "আম্মু, আজকে যা একটা মজা হয়েছে!"

হেড মিস্ট্রেস তার দিকে কটমট করে তাকাতেই বল্টু চুপ করে গেলো। রিতু দুশ্চিন্তিত মুখে হেড মিস্ট্রেসকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

হেড মিস্ট্রেস বললেন, "আপনি এই ছেলেটির গার্জিয়ান?"

"হ্যাঁ।" রিতু শুকনো মুখে বলল, "বল্টু আমার ছেলে। কী হয়েছে?"

হেড মিস্ট্রেস বললেন, "আমি ঠিক কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না।" তারপর বল্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বল্টু, তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা কর। আমি তোমার মায়ের সাথে একটু কথা বলি।"

বল্টু মাথা নেড়ে বাইরে গেলো। তার মুখে হাসি ঝলমল করছে। যেটাই হয়ে থাকুক তার ভারী আনন্দ হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হেড মিস্ট্রেস মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বললেন, "আজকে বাংলা ক্লাস একটা একসিডেন্ট হয়েছে।"

"কী একসিডেন্ট?"

"আপনার ছেলে কী একটা যন্ত্র নিয়ে এসে সেটা দিয়ে বাংলার টিচারকে এমন ইলেকট্রিক শক দিয়েছে!"

রিতু চোখ বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হেড মিস্ট্রেস বললেন, "এতো ছোট বাচ্চা এরকম ডেঞ্জারাস যন্ত্রপাতি পেয়ে যাচ্ছে, আপনাদের এটা দেখা উচিত।"

BANGLABOOK.COM

রিতু বলল, "আসলে আমরা ওর হাতে কিছু দেই নাই। সে নিজেই এগুলো বানায়।"

হেড মিস্ট্রেস চমকে উঠে বললেন, "কী বললেন? কী বললেন আপনি? সে নিজে বানায়? নিজে?"

"হ্যাঁ।" রিতু ভয়ে ভয়ে বলল, "ছেলেটার বিজ্ঞান নিয়ে খুব কৌতূহল, দিনরাত কিছু না কিছু বানাচ্ছে। আমার জীবনও অতিষ্ঠ। আপনাদের জীবনও অতিষ্ঠ করে দিচ্ছে। আই এম সরি।"

হেড মিস্ট্রেস তখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। চোখ বড় বড় করে বললেন, "সে নিজে তৈরি করে? এতো ছোট ছেলে?"

রিতু মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু এতো জিনিস থাকতে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার যন্ত্র আবিষ্কার করল কেন?"

রিতু বলল, "আমি ঠিক জানি না। তবে অনুমান করতে পারি।"

হেড মিস্ট্রেস জিজ্ঞেস করলেন, "কী অনুমান করছেন?"

"আমার মনে হয় কোনো টিচার হয়তো কানে ধরে শাস্তি দিয়েছে। ব্যাপারটা পছন্দ করে নি, তাই কানে এই যন্ত্রটা লাগিয়ে রেখেছে!"

"আপনার তাই ধারণা?"

"হ্যাঁ। বল্টুকে ডেকে জিজ্ঞেস করি?"

"ঠিক আছে।"

রিতু বল্টুকে ডাকলো। মুখ শক্ত করে জিজ্ঞেস করল, "তোর কানের যন্ত্রটা কই?"

"এখন তো অংক ক্লাস সেই জন্যে সাকিব ধার নিয়েছে।"

"ধার নিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

বল্টু হাসি হাসি মুখে বলল, "সাকিব তো একেবারে অংক পারে না, সেজন্যে! স্যার যেই কান ধরবে—"

বল্টুর কথা শেষ হবার আগেই দূরে কোনো একটা ক্লাসরুম থেকে একটা গগনবিদারী শব্দ শোনা গেলো। কিছুক্ষণের ভেতরেই কালো মুশকো চেহারার একজন হাঁপাতে হাঁপাতে হেড মিস্ট্রেসের ঘরে এসে ঢুকলো, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ম্যাডাম। আপনি বিশ্বাস করবেন না কী হয়েছে!"

"আপনি ইলেকট্রিক শক খেয়েছেন?"

BANGLABOOK.COM

কালো মানুষটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল, "আ-আপনি কেমন করে জানেন?"

"তার আগে বলেন, আপনি কী কোনো ছেলের কানে ধরেছেন?"

কালো মানুষটা বলল, "মানে—মানে—"

"আমাদের স্কুলে কখনো কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে শারীরিক শাস্তি দেওয়ার কথা না। কারো কানে ধরার কথা না—"

"কিন্তু—মানে—"

হেড মিস্ট্রেস শক্ত মুখে বললেন, "আমি আপনার সাথে এটা নিয়ে পরে কথা বলব। এখন ক্লাসে যান।"

কালো মানুষটা মুখ আরো কালো করে চলে গেলো। তখন হেড মিস্ট্রেস বল্টুকে ডাকলেন, "বল্টু এদিকে এসো।"

বল্টু কাছে এগিয়ে গেলো। হেড মিস্ট্রেস জিজ্ঞেস করলেন, "ইলেকট্রিক শক দেওয়ার এই যন্ত্রটা তুমি তৈরি করেছ?"

বল্টু মাথা চুলকে বলল, "মানে আসলে তৈরি করতে চাই নাই কিন্তু—"

হেড মিস্ট্রেস বল্টুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "ইট ইজ অলরাইট। তুমি ঠিকই করেছ। তবে—"

"তবে কী?"

"এর পরের বার তুমি যখন কিছু একটা আবিষ্কার করবে সেটা ব্যবহার করার আগে তুমি আমাকে দেখিয়ে নেবে।"

"আপনি দেখবেন?"

"দেখব।"

"আমার এক কাগজে দুই হোমওয়ার্ক করার আবিষ্কারটা দেখবেন?"

"অবশ্যই দেখব।"

"বাংলা মিস আর ইংরেজি স্যার দেখতে চায় নাই!"

হেড মিস্ট্রেস বল্টুর মুখের কাছে তার মুখটা নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, "তারা কাজটি ঠিক করেন নি। আমি সবসময় দেখব। ঠিক আছে?"

"আমি এখনই নিয়ে আসব?"

"না, এখনই আনতে হবে না। পরে আনলেও হবে।"

"আমার অন্য আবিষ্কারগুলোও দেখবেন?"

"অবশ্যই দেখব। তুমি নিয়ে এসো, ঠিক আছে?"

বল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

"যাও। ক্লাসে যাও।"

BANGLABOOK.COM

বল্টু ক্লাসে চলে যাবার পর হেড মিস্ট্রেস রিতুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই আপনার ছেলে নিয়ে খুব গর্বিত। তাই না?"

রিতু মাথা নাড়ল, বলল, "আসলে ব্যাপারটা সেরকম না।"

"ব্যাপারটা কী রকম?"

"আপনি নিজেই টের পাবেন।"

"কীভাবে টের পাব?"

রিতু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "কখনো কোনো পাগলকে সাঁকো নাড়ানোর কথা বলতে হয় না। আমরা বলি না। আপনি বলেছেন। এর দায় দায়িত্ব কিন্তু আর আমার না—আপনার!"

হেড মিস্ট্রেসের এক মুহূর্ত লাগলো কথাটা বুঝতে, যখন বুঝতে পারলেন তখন জোরে জোরে হাসতে শুরু করলেন।

রিতুর হাসার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু হেড মিস্ট্রেসকে দেখে না হেসে পারল না।

BANGLABOOK.COM

৯. বানরের জন্যে ভালবাসা

মুনিয়া এসে রিতুকে বলল, "চাচি, আমরা চা-বাগানে বেড়াতে যাচ্ছি। বল্টুকে আমাদের সাথে নিয়ে যাই?"

রিতু চমকে উঠে বলল, "কী বললে? বল্টুকে সাথে নিয়ে যাবে?"

BANGLABOOK.COM

"হ্যাঁ।"

"তুমি এর মানে জানো?"

"জানি, চাচি।"

"উঁহু। তুমি জানো না। বল্টুকে সাথে নিয়ে যাবার অর্থ আগামী কয়েক দিন তোমাদের ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো সবকিছু শেষ। সারাক্ষণ সে কিছু একটা করবে আর তোমাদের বারোটা বেজে যাবে!"

মুনিয়া হি হি করে হাসল, বলল, "না, চাচি, আমাদের একটুও বারোটা বাজবে না। বল্টু সায়েন্টিস্ট মানুষ—সায়েন্টিস্টরা একটু অন্য রকম হয়। আমরা সেটা জানি।"

রিতু মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "তোমরা মোটেই জানো না। বল্টু যতক্ষণ না ঘুমিয়ে যায় ততক্ষণ আমি এক সেকেন্ডের জন্য শান্তিতে থাকতে পারি না। সারাক্ষণই ও কিছু না কিছু করছে।"

মুনিয়া বলল, "সেটাও আমরা জানি।"

"আমি ওকে পেটে ধরেছি, আমিই সামলাতে পারি না, তোমরা কেমন করে সামলাবে?"

"আমরা সামলানোর চেষ্টা করব না, ওকে ওর মতো থাকতে দিব। আমাদের নান্টুর সাথে ওর খুব খাতির। দুজন একসঙ্গে থাকলে আমাদের কিছু করতে হবে না। একজন আরেকজনকে ব্যস্ত রাখবে।"

রিতু বলল, "তা ঠিক। নান্টু আর বল্টু দুজন থাকলে অন্যদের একটু রক্ষা হয়।"

মুনিয়া হি হি করে হেসে বলল, "আপনি জানেন চাচি, এ দুজন এখন মুখেও কথা বলে না। আঙুল নেড়ে নেড়ে কীভাবে জানি কথা বলে!"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, চাচি। খুব মজা।" মুনিয়া বলল, "তাহলে বল্টু যাবে আমাদের সাথে? আমরা দুদিন থাকব। আব্বুর বন্ধুর একটা চা-বাগান আছে। সেখানে খুব সুন্দর গেস্টহাউস।"

রিতু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে, যাক। আমি তাহলে দুদিন শান্তিতে ঘুমাব!"

বল্টু যখন খবর পেল সে নান্টুদের সঙ্গে চা-বাগানে যাবে, তখন তার উত্তেজনার কোনো সীমা থাকল না। তার প্রথম কৌতূহলটা হলো চা নিয়ে। চা-বাগানে কি বিশাল চায়ের কাপে চা বানানো থাকে? চারদিকে ফুলগাছ, আর মানুষজন সেখানে ঘুরে ঘুরে চা খায়? রিতু যখন বলল, না, সেখানে

BANGLABOOK.COM

চায়ের গাছ থাকে, তখন সে ভারী অবাক হলো। জিজ্ঞেস করল, "গাছ থেকে টি-ব্যাগ ঝুলে থাকে?"

রিতু বলল, "উঁহু, গাছ থেকে টি-ব্যাগ ঝুলে থাকে না। যে গাছের পাতা দিয়ে চা বানানো হয়, সেই গাছগুলোর বাগান হচ্ছে চা-বাগান।"

"গাছগুলো কত বড়? আমগাছের মতো?"

"না, এত বড় না। মানুষের পেট সমান উঁচু।"

"গাছের পাতা কি চায়ের পাতার মতো কালো রঙের?"

"না, সবুজ। যখন চা বানানো হয় তখন সেটার রং হয় কালো।"

"কেমন করে চা বানানো হয়?"

"সেখানে ফ্যাক্টরি থাকে, সেই ফ্যাক্টরিতে চা বানানো হয়।"

"আমরা কি ফ্যাক্টরিতে থাকব?"

রিতু হেসে বলল, "না রে পাগল, না। তোরা ফ্যাক্টরিতে থাকবি না। মানুষজন চা-বাগানে বেড়াতে যায়, তার কারণ বাগানগুলো অনেক জায়গা জুড়ে থাকে—টিলার মতো উঁচু-নিচু, তার মধ্যে সবুজ চায়ের গাছ। শহর থেকে দূরে, নির্জন-নিরালা পরিবেশ, সুন্দর গেস্টহাউস—খুব সুইট পরিবেশ। মানুষ সে জন্যে চা-বাগানে বেড়াতে যায়।"

"নির্জন, নিরালা?" বল্টু চোখ বড় বড় করে বলল, "মানুষজন থাকে না?"

"একটু কম থাকে।"

"বাঘ ভালুক থাকে?

ডাকাত থাকে?"

"বাঘ-ভাল্লুক থাকে না। ডাকাতও থাকে না।"

বল্টুকে পরের কয়েক দিন খুব ব্যস্ত দেখা গেল। যদিও আম্মু বলেছে সেখানে বাঘ-ভালুক নেই, ডাকাত নেই, তবু একটু সতর্ক থাকা ভালো। বল্টু তার ব্যাগের ভেতর নানা ধরনের জিনিস দিয়ে বোঝাই করে ফেলল। কিছু দরকারি জিনিস, কিছু তার আবিষ্কার। যেদিন তারা রওনা দেবে, তার আগের রাতে উত্তেজনায় তার চোখে ঘুম আসছিল না। বিছানায় শুয়ে সে রিতুকে বলল, "খুব সকালে আমাকে তুলে দেবে। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"দেরি কোরো না কিন্তু, তাহলে নান্টুরা আমাকে রেখে চলে যাবে।"

"না, চলে যাবে না।"

"নান্টু একা একা চা-বাগানে গেলে কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। খুবই ঝামেলা হবে। হারিয়ে যাবে, কেউ তাকে খুঁজেই পাবে না।"

BANGLABOOK.COM

“তোকে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।”

মানুষকে ঘুম পাড়ানোর একটা যন্ত্র কীভাবে আবিষ্কার করা যায়, সেটার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় বল্টু ঘুমিয়ে পড়ল।

এমনিতে বল্টুকে ঘুম থেকে তোলা খুব কঠিন ব্যাপার, কিন্তু পরদিন সে খুব সহজেই উঠে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে কিছু একটা খেয়ে তার ব্যাগ নিয়ে ছুটে গেল নান্টুদের বাসায়। চা-বাগানে যাওয়ার জন্য একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে। পিছনে জিনিসপত্র তোলা হলো। সামনের সিটে বসেছেন নান্টুর আব্বু। মাঝের সিটে মুনিয়া আর তার আম্মু। পিছনের সিটে নান্টু আর বল্টু। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাইক্রোবাস ছেড়ে দিল। খুব ভোর বলে শহরে গাড়ির ভিড় নেই। দেখতে দেখতে গাড়িটা শহর ছেড়ে বের হয়ে যেতে থাকে।

যখন মাইক্রোবাস চলতে শুরু করেছে, তখন নান্টু আর বল্টু কথা বলতে শুরু করল। অবশ্য বেশির ভাগ সময়ই সে কথা অন্যরা শুনতে পাচ্ছিল না। হাতের আঙুল নাচিয়ে তারা কথা বলার একটা টেকনিক আবিষ্কার করেছে, সেটা দিয়ে মুখে কোনো কিছু না বলেই তারা একটানা কথা বলে যেতে পারে!

তারা চা-বাগানে পৌঁছাল দুপুরবেলা। গাড়ি থামিয়ে দরজা খোলার আগেই নান্টু-বল্টু লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল। সাদা রঙের ছবির মতো একটা গেস্টহাউস, সামনে খুব সুন্দর ফুলের বাগান। গাড়ি থেকে যখন অন্যরা নামছে, তখন গেস্টহাউস থেকে সাদা পোশাক পরা লোকজন বের হয়ে জিনিসপত্র ভেতরে নিতে থাকে।

নান্টু আর বল্টু গেস্টহাউসের বাইরে দিয়ে হাঁটতে থাকে। পিছনে বড় বড় গাছ। একটা গাছের নিচে ডোরাকাটা একটা ছোট জন্তু শিকল দিয়ে বাঁধা। দুজনই কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। তাদের পায়ের শব্দ শুনে ডোরাকাটা জন্তুটা তাদের দিকে ঘুরে তাকাল, তখন তারা অবাক হয়ে দেখল সেটা একটা ছোট বানরের বাচ্চা। বানর যে বাঘের মতো ডোরাকাটা হতে পারে সেটা বল্টু কোনো দিন চিন্তাও করে নাই।

বল্টু আর নান্টুকে দেখে ছোট বানরটা দুই পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে এল। তাদের একটু ভয় লাগছিল। কিন্তু বানরটা মনে হয় ভালো মেজাজের। তাদের হাতগুলো পরীক্ষা করে দেখে আবার গাছের নিচে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

BANGLABOOK.COM

“বাঘা-বানর কেমন দেখছ?” কথা শুনে দুজন পিছনে তাকাল, গাট্টাগোট্টা একজন মানুষ, হাফপ্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। বড় মানুষ হাফট্যান্ট পরে থাকলে তাকে বড়মানুষের মতো লাগে না, আবার ছোটদের মতোও লাগে না। মানুষটার গায়ের রং কালো। মাথার সামনে চুল হালকা হয়ে আছে। নাকের নিচে কালো গোঁফ। গায়ের কালো রঙের সঙ্গে মিশে আছে বলে আলাদা করে দেখা যায় না।

বল্টু জিজ্ঞেস করল, “বাঘা-বানর?”

“হ্যাঁ। বাঘের মতো ডোরাকাটা তো। সে জন্যে এই বানরের নাম বাঘা-বানর।”

বল্টু বলল, “আসলে এ রকম বানর হয় না।”

“হয় না মানে? এই যে দেখছ না?”

“এটার গায়ে কালো রং দিয়ে আপনি ডোরা এঁকেছেন।”

কালো মানুষটা একেবারে থতমত খেয়ে গেল, বারকয়েক চেষ্টা করে বলল, “কী বলছ তুমি? পত্রিকায় খবর উঠেছে এই বানরের : চা-বাগানে বিরল প্রজাতির বানর।”

“মিথ্যা খবর। বোঝাই যাচ্ছে, একটা বানরকে ধরে গায়ে কালো কালো দাগ এঁকেছেন। কাজটা ঠিক হয় নাই।”

“কেন, ঠিক হয় নাই কেন?”

“আপনাকে ধরে কেউ যদি আপনার গায়ে কালো কালো দাগ এঁকে দিত, আপনার কি ভালো লাগত?”

কালো মানুষটা বলল, “আ-আমি কি বানর?”

বল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, “এখন আপনি মানুষ, আর এটা বানর। একসময় আপনিও বানর ছিলেন।”

“আ-আ-আমি বানর ছিলাম?”

“সবাই বানর ছিল।”

মানুষটা কী বলবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। বল্টু হাঁটতে হাঁটতে বলল, “আর, এই বানরটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছেন কেন?”

“বেঁধে না রাখলে চলে যাবে না?”

“চলে গেলে যাবে। কেউ যদি আপনাকে গলায় শিকল দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে, তাহলে আপনার কেমন লাগবে?

বল্টুর কথা শুনে মানুষটা এত অবাক হলো যে কোনো কথাই বলতে পারল না।

BANGLABOOK.COM

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হলো খুব ভালো, তবে সেটা নিয়ে নান্টু বা বল্টুর খুব একটা উনিশ-বিশ হলো না। তাদের দুজনেরই খাওয়া নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। কোনো কিছু খেয়ে পেটটা একটু ভরতে পারলেই হলো। মুনিয়ার কথা আলাদা। সে ভালো খাবার খুব পছন্দ করে। তাই সে খেল খুব শখ করে।

খাওয়ার পর নান্টুর আব্বু আর আম্মু বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে চা খেতে লাগলেন। মুনিয়া বাইরে গাছের ছায়ায় চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা গল্পের বই নিয়ে বসল। বল্টু আর নান্টু বের হলো চা-বাগান ঘুরে বেড়াতে। নান্টুর আম্মু কিছুতেই তাদের একা যেতে দিলেন না। গেস্টহাউসের কেয়ারটেকার ইদরিস মিয়াকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। ইদরিস মিয়া হচ্ছে কালো গাট্টাগোট্টা মানুষটি, যে বড় মানুষ হয়েও হাফপ্যান্ট পরে থাকে, বানরের গায়ে কালো দাগ দিয়ে যে বাঘা-বানর তৈরি করেছে।

চা-বাগানের ছোট রাস্তা দিয়ে বল্টু আর নান্টু হাঁটতে থাকে, উঁচু-নিচু টিলার মাঝখানে চায়ের গাছগুলো সমান করে কেটে রাখা হয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সবুজ মখমলের বিছানা। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। সেসব গাছে চারদিক কেমন যেন ছায়া ছায়া হয়ে আছে।

হাঁটতে হাঁটতে ইদরিস মিয়া তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে, "তোমরা কি স্কুলে পড়ো?"

"হ্যাঁ।"

"কোন ক্লাসে পড়ো?"

বল্টু বলল, "আমি পড়ি ক্লাস থ্রিতে। আর নান্টু ক্লাস ওয়ান।"

"ভালো, ভালো, খুব ভালো। লেখাপড়া করা খুব ভালো।"

বল্টু বলল, "আপনি লেখাপড়া করেন নাই?"

"করেছি। আমিও একটু লেখাপড়া করেছি। আমি ম্যাট্রিক পাস, ইন্টার ফেল।"

"ইন্টারে ফেল? আপনি পরীক্ষায় ফেল করেছেন?"

ইদরিস মিয়া দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করে বলল, "ইংরেজিতে আটকে গিয়েছিলাম। মুখস্থ করতে পারি নাই।"

নান্টু কম কথা বলে। এবার সে বলল, "কখনো মুখস্থ করতে হয় না। বুঝে বুঝে পড়তে হয়।"

বল্টু জিজ্ঞেস করল, "আপনি বানরটা ধরেছেন কেমন করে?"

"কোন বানর? বাঘা-বানর?"

"হ্যাঁ।"

BANGLABOOK.COM

"জাল দিয়ে।"

"জাল দিয়ে তো মাছ ধরে।"

ইদরিস মিয়া দাঁত বের করে হাসল। বলল, "জাল দিয়ে বানরও ধরা যায়! টেকনিক জানতে হয়।"

বল্টু একটু রাগ রাগ গলায় বলল, "আপনি কেন বানর ধরেন? বানর ধরা ঠিক না, জঙ্গলের বানর জঙ্গলে থাকতে হয়।"

"বানরের জাতি খুবই পাজি ..."

"মোটেই না। বানর খুবই সুইট।"

হাঁটতে হাঁটতে তারা চা-বাগানের একপাশে চলে এল। নিচে শুকনো একটা খাল। খালের উল্টো পাশে একটু দূরে একটা ভাঙা বাড়ি। দেখে মনে হয় পোড়োবাড়ি। নান্টু জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী?"

ইদরিস মিয়া বলল, "ওইটা কিছু না।"

বল্টু অবাক হয়ে বলল, "ওটা কিছু না মানে? ওই যে দেখছি একটা অনেক ভাঙাচোরা বাসা!"

"ওই তো ... ওইটা কিছু না। সাপখোপ থাকে, ওইখানে কেউ যায় না।"

বল্টু হাতের আঙুল নাচিয়ে নান্টুর সঙ্গে কথা বলল, যার অর্থ হলো "আমাদের ওই বাসাটাতে যেতে হবে।" নান্টু হাতের আঙুল নাচাল, "ঠিক আছে!"

চা-বাগানটা ঘুরে বল্টু আর নান্টু গেস্টহাউসে ফিরে এল। বিকেলে তারা গেল ফ্যাক্টরিটা দেখতে। কোথাও চায়ের পাতা শুকানো হচ্ছে, কোথাও ফারমেন্ট করা হচ্ছে, কোথাও গ্যাসের আগুনে গরম করা হচ্ছে, কোথাও আলাদা করা হচ্ছে—বিশাল ব্যাপার। পুরো ব্যাপারটা দেখে সবার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।

ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে সবাই চা-নাশতা খেল। এমনিতে বাসায় চা খায় শুধু বড়রা। আজকে ছোট বড় সবাই চা খেলো। চা-বাগানের চায়ে ভারি সুন্দর একটা ঘ্রাণ।

অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর পুরো চা-বাগান একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল। চারদিকে একেবারে সুনসান নীরবতা। শুধু অনেক দূর থেকে মাঝেমধ্যে কোনো বুনো পশুরের ডাক ভেসে আসে। শুনে বুকের মধ্যে কেমন কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। আকাশে চাঁদ উঠেছে। সে চাঁদের নরম আলোয় সবকিছু কেমন যেন অন্য রকম দেখায়। সবাই বারান্দায় বসেছিল।

BANGLABOOK.COM

কথা বলছিল আস্তে আস্তে। যেন জোরে কথা বললেই কিছু একটা ভুল হয়ে যাবে।

মুনিয়া ফিসফিস করে বলল, "জোৎস্নায় সবকিছু কেমন সুন্দর দেখায়, দেখেছ?"

বল্টু বলল, "রড আর কোন।"

নান্টুর আম্মু বললেন, "সেটা আবার কী?"

"আমাদের চোখের রেটিনাতে দুই রকম কোষ থাকে—একটা হচ্ছে রড, আরেকটা হচ্ছে কোন। কম আলোতে কাজ করে রড, আর বেশি আলোতে কাজ করে কোন। কোন দিয়ে রং দেখা যায়, রড দিয়ে দেখা যায় না। এখন তো খুব কম আলো, তাই চোখের রডগুলি কাজ করছে। সে জন্যে আমরা কোনো রং দেখতে পাচ্ছি না।"

নান্টুর আম্মু বললেন, "তাই নাকি! ইন্টারেস্টিং।"

বল্টু একবার কিছু একটা বোঝাতে শুরু করলে চট করে থেমে যেতে পারে না, তাই বলল, "আমাদের চোখে একটা লেন্স থাকে। আলো সে লেন্সের ভেতর দিয়ে চোখের রেটিনার যে জায়গায় পড়ে সেটার নাম ফোভিয়া।

"ফোভিয়া?" নান্টুর আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, "ফোভিয়া মানে তো ভয়! ক্লস্ট্রোফোবিয়া, অ্যাক্রোফোবিয়া ..."

"না, ফোভিয়া না।" বল্টু মাথা নেড়ে বলল, "শব্দটা হচ্ছে ফোভিয়া। কোনগুলি থাকে ফোভিয়ার ভেতরে, আর রডগুলি থাকে ফোভিয়ার চারদিকে ..."

মুনিয়া জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেমন করে জানো?"

"আমি পড়েছি। আর ইচ্ছা করলে তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পারো।"

"কীভাবে পরীক্ষা করে দেখব?"

বল্টু বলল, "আকাশে খুব ঝাপসা একটা তারার দিকে সোজাসুজি তাকালে সেটা দেখা যায় না, একটু পাশে তাকালে সেটা দেখা যায়। সোজাসুজি তাকালে আলোটা এসে পড়ে ফোভিয়াতে ..."

নান্টুর আব্বু বললেন, "বল্টু ঠিকই বলেছে। আমরা ছোট থাকতে যখন আকাশের তারার দিকে তাকাতাম, তখন দেখতাম যেদিকে তাকাই সেইটা দেখি না। কিন্তু পাশের তারাটা দেখি!"

আলোচনা আরও এগিয়ে যেত, কিন্তু ঠিক তখন ইদরিস মিয়া জানাল টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। কাজেই সবাই খেতে গেল। চা-বাগানে আসার পর থেকে সবার খিদে বেড়ে গেছে।

BANGLABOOK.COM

টেবিলে ভুনাখিচুড়ির সঙ্গে মাংস। খাবারের সুন্দর গন্ধে সবার খিদে আরও বেড়ে গেছে বলে মনে হলো। সবাই খুব উৎসাহ নিয়ে খেল। খাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে শুতে চলে গেল সবাই। এখানে কোনো টেলিভিশন নেই, তাই টেলিভিশন দেখে কেউ আর সময় নষ্ট করতে পারল না।

বল্টুদের ঘরে দুটো বিছানা। একটা বিছানায় ঘুমাবে মুনিয়া, অন্যটিতে বল্টু আর নান্টু। গেস্টহাউসের লোকজন মশারি টানিয়ে দিয়েছে। চা-বাগানের সবকিছু ভালো, শুধু মশার উৎপাত একটু বেশি। ঘরে মশার ওষুধ স্প্রে করেছে। তারপরও মোটা মোটা মশা কোনদিক দিয়ে যেন চলে আসছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনজন কথা বলতে বলতে একসময় ঘুমিয়ে গেল। প্রথমে নান্টু, তারপর বল্টু, সবার শেষে মুনিয়া।

গভীর রাতে মুনিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। কার যেন কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। মুনিয়া তার বিছানায় উঠে বসল। আসলেই কোনো ভুল নেই। স্পষ্ট কান্নার শব্দ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেউ কাঁদছে। খুব কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে শব্দটা আসছে, ঘরের বাইরে, ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। মুনিয়া পাশের বিছানায় গিয়ে বল্টুকে ঠেলে তুলল। "বল্টু, এই বল্টু ..."

বল্টুর ঘুম সহজে ভাঙে না, কিন্তু অপরিচিত জায়গায় ঘুমটা হয় অন্য রকম। তাই চট করে ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, "কী হয়েছে, মুনিয়া আপু?"

"কে যেন কাঁদছে।"

"কাঁদছে?"

"হ্যাঁ, শোন।"

বল্টু শোনার চেষ্টা করল, সত্যিই কান্নার শব্দ। কিন্তু এত রাতে কে কাঁদবে!

মুনিয়া ভয় পাওয়া গলায় বলল, "ভূত না তো?"

বল্টু বিজ্ঞানী মানুষ। ভূতের কথা এত সহজে মানতে পারছিল না। তবু এই গভীর রাতে ভূতের কথাটাই প্রথমে মনে এল। সে গম্ভীর হয়ে বলল, "ভূত বলে কিছু নাই! আসো, জানালা দিয়ে বাইরে দেখি।"

দুজন জানালার কাছে গিয়ে পর্দা টেনে বাইরে তাকাল। গেস্টহাউসের কাছে একটা বড় গাছ। গাছের ডালের সঙ্গে বাঘা-বানরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। বানরের বাচ্চাটি কাঁদছে, ঠিক মানুষের মতো গলায়। দুজন

BANGLABOOK.COM

জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কাছাকাছি ডালে একটু হুটোপুটির শব্দ শোনা গেল। তারপর একটা বড় বানর ডাল থেকে নেমে এল। বানরের বাচ্চাটি ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বড় বানরের কোলে। বড় বানরটি গভীর ভালোবাসা দিয়ে বানরের বাচ্চাটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখল।

মুনিয়া ফিসফিস করে বলল, "ছোট বাচ্চাটাকে ধরে রেখেছে তো, তাই তার মা-টা এসেছে।"

বল্টু জীবনের প্রথম তার আম্মুকে ছাড়া একা একা আছে হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা কেমন জানি করে উঠল। তার চোখে পানি এসে গেল।

মা-বানরটা তার বাচ্চার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে। ছোট বাচ্চাটা তার ভাষায় কিছু একটা বলছে। বল্টু বলল, "চলো আপু, বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিই।"

"এখন? এত রাতে?"

"হ্যাঁ, এখনই ভালো।"

"ইদরিস মিয়ার বানর, সে কী বলবে?"

"যা ইচ্ছে হয় বলুক।"

মুনিয়া বলল, "চলো তাহলে।"

বল্টু বলল, "দাঁড়াও, আমার ব্যাগটা নিয়ে যাই। এইখানে শেকল কাটার ক্লিপার্স আছে!"

বল্টু তার ব্যাগটা নেয়। তারপর দুজন দরজা খুলে খুব সাবধানে বাইরে বের হয়। ঝিঁঝি পোকা ডাকছিল। তাদের পায়ের শব্দ শুনে হঠাৎ ডাক বন্ধ করে দিয়ে একটু পরে আবার ডাকতে থাকে। আবছা অন্ধকারে দুজন গেস্টহাউসের পিছনে গাছের নিচে আসতেই মা-বানরটা তার বাচ্চাকে ছেড়ে গাছের ডাল বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ছোট বাচ্চাটি শেকল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য টানাটানি করে। আবার কুঁই কুঁই করে ঠিক কান্নার মতো শব্দ করতে থাকে।

বল্টু এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "কাঁদিস না। আয় তোকে খুলে দিই।"

বানরের বাচ্চাটা কী বুঝল কে জানে! শান্ত হয়ে জুলুজুলু চোখে বল্টুর দিকে তাকিয়ে রইল।

বল্টু বানরের বাচ্চার গলায় হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কী দিয়ে বাঁধা। মনে হচ্ছে, একটা চামড়ার বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। বল্টু হাতড়ে হাতড়ে খোলার চেষ্টা করল। পারল না। বানরের বাচ্চাটা দুই হাত দিয়ে বল্টুর হাত ধরে রাখল। একটুও প্রতিবাদ করল না।

BANGLABOOK.COM

বল্টু ফিসফিস করে বলল, "একটু অপেক্ষা কর। তোর এটা এত শক্ত করে বেঁধেছে যে খোলা যাবে না। এটা কাটতে হবে। আমি একটা ক্লিপার্স বের করি।"

মনে হলো বানরের বাচ্চাটা বল্টুর কথা বুঝল এবং মাথা নেড়ে সায় দিল। বল্টু তার ব্যাগে হাত দিয়ে একটা ছোট টর্চলাইট আর একটা ক্লিপার্স বের করল। টর্চ লাইটটা মুনিয়ার হাতে দিয়ে বলল, "মুনিয়া আপু, তুমি একটু লাইটটা ধরো।"

মুনিয়া টর্চ লাইটটা ধরল। বল্টু ক্লিপার্সটা দিয়ে সাবধানে বেল্টটা ধরে চাপ দিতেই বেল্টটা কেটে দুই ভাগ হয়ে গেল। বানরের বাচ্চাটা ছাড়া পাওয়ার পরও ঠিক বুঝতে পারল না যে সে আসলেই ছাড়া পেয়ে গেছে। কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দুই পায়ে ভর দিয়ে বল্টুর হাঁটু ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বল্টু বানরের বাচ্চাটার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "যা, পিচ্চি বানর, যা। তোর আম্মুর কাছে যা।"

বানরটা তার গলায় হাত দিয়ে অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করল। বল্টুকে ঘিরে একবার ঘুরে এল। এমনিতেই ছোট একটা লাফ দিল। তারপর পায়ে পায়ে গাছের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তাকে দেখে মনে হতে থাকে, এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না সে আসলেই ছাড়া পেয়ে গেছে। গাছের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ করে সে দৌড়াতে থাকে। দৌড়াতে দৌড়াতে গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তখন গাছের ওপর থেকে মা-বানরটা নেমে এল। বাচ্চাটা এক লাফে তখন মায়ের কোলে উঠে পড়ল।

বল্টু বলল, "বুঝলি পিচ্চি, মাকে বেশি জ্বালাবি না।"

মুনিয়া বলল, "আর এই যে আম্মু, তুমি তোমার বাচ্চাকে দেখেশুনে রেখো। ঠিক আছে?"

বল্টু আর মুনিয়ার স্পষ্ট মনে হলো মা-বানরটা তার মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

বল্টু বলল, "যাও এখন, অনেক রাত হয়েছে।"

মা-বানরটা তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এক লাফে একটা ডাল ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুনিয়া বলল, "ফার্স্ট ক্লাস কাজ!"

বল্টু বলল, "চলো, এখন ঘুমাই।"

BANGLABOOK.COM

১০. চা বাগানে এডভেঞ্চার

ভোরবেলা গেস্টহাউসের পিছনে ছোটখাটো হইচইয়ের শব্দ শুনে বল্টুর ঘুম ভাঙল। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, বানরের বাচ্চাটা যেখানে বাঁধা

BANGLABOOK.COM

ছিল সেখানে খালি শেকলটা হাতে নিয়ে ইদরিস মিয়া দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারা উত্তেজিত। হাত-পা নেড়ে কথা বলছে। কেউ একজন তার বানরের বাচ্চা চুরি করে নিয়ে গেছে। সে জন্য সে খুব রেগে আছে। চোরকে ধরতে পারলে তার কী অবস্থা করবে সেটা সে বারবার বলে যাচ্ছিল।

বল্টু কোনো কথা না বলে পিছনে সরে এল। বোকা মানুষটা বুঝতেও পারছে না যে কেউ বানরের বাচ্চাটকে চুরি করে নি। সেটাকে ছেড়ে দিয়েছে।

সকালে যখন সবাই মিলে নাশতা করছে তখন নান্টুর আব্বু ইদরিস মিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, ইদরিস মিয়া? সকালে খুব চেঁচামেচি শুনলাম!"

ইদরিস মিয়া বলল, "আর বলবেন না স্যার। আমার বানরের বাচ্চাটা কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে।"

নান্টুর আম্মু বললেন, "বানরের বাচ্চা কে চুরি করবে? এটা কি সোনাদানা? কোথায় নিয়ে রাখবে?"

ইদরিস মিয়া বলল, "ম্যাডাম, মার্কেটে বানরের অনেক দাম। আমার এটা ছিল যাকে বলে বিরল প্রজাতির বানর।"

বল্টু বলল, "কচু প্রজাতির বানর। আলকাতরা দিয়ে কালো দাগ দিয়ে রেখেছিল পিচ্চি বানরটাকে।"

"মোটেই আলকাতরার দাগ না।"

"তাহলে কলপের দাগ—"

"মোটেও না।"

"বানর কখনো ডোরাকাটা হয় না। বাংলাদেশের প্রাণী নামে আমি একটা বই পড়েছি। সেখানে সব রকমের বানরের ছবি ছিল। কোনো ডোরাকাটা বানর ছিল না সেখানে।"

ইদরিস মিয়া উদাস ভঙ্গি করে বলল, "আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় কত কিসিমের জানোয়ার আছে, সবগুলির কথা কি বইয়ে লিখেছে?"

নান্টু বলল, "রাতের বেলা কোনো বাঘ-ভাল্লুক এসে বানরের বাচ্চাটাকে খেয়ে ফেলে নি তো!"

ইদরিস মিয়া বলল, "না। গলার বেল্টটা কেটেছে যন্ত্র দিয়ে। অনেক এক্সপার্ট চোর!"

বল্টু আর মুনিয়া একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। কেউ সেটা লক্ষ করল না।

BANGLABOOK.COM

নাশতা করে সবাই মিলে গেল চা-বাগানের শ্রমিকদের এলাকায়। সেখানে দুটি ছোট বাচ্চার সঙ্গে তাদের খাতির হয়ে গেল। ওরা তাদের সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। তাদের সবচেয়ে পছন্দ হলো একটা মন্দির। ভেতরে মা-কালীর একটা মূর্তি, খুব ভয়ঙ্কর দেখতে। বল্টু আর নান্টু কখনোই এ রকম মূর্তি দেখে নি। তারা খুব অবাক হয়ে দেখল।

দুপুরে খাওয়ার পর নান্টুর আব্বু-আম্মু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটু বিছানায় গড়িয়ে নিলেন। ঠিক এই সময় বল্টু নান্টুকে বলল, "চলো।"

নান্টু তার আঙুল নাচাল। তার মানে "কোথায়?"

"মনে নাই? আমাদের ভাঙা বাড়িটা দেখতে যেতে হবে? ইদরিস মিয়া যেখানে আমাদের নিতে চায় নি।"

নান্টু মাথা নাড়ল। বলল, "চলো।"

বল্টু ফিসফিস করে বলল, "চাচা-চাচি যেন টের না পায়। তাহলে কিন্তু একা যেতে দেবে না। সঙ্গে ইদরিস মিয়াকে দিয়ে দেবে।"

নান্টু বলল, "ঠিক আছে।"

বল্টু বলল, "দাঁড়া, আমার ব্যাগটা নিয়ে নিই।"

নান্টু আবার তার আঙুল নাচাল, যার অর্থ "তোমার ব্যাগের ভেতর কী আছে?"

বল্টু বলল, "অনেক যন্ত্রপাতি। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অস্ত্র।"

নান্টু আর বল্টু চুপি চুপি গেস্টহাউস থেকে বের হয়ে মাত্র রাস্তায় পা দিয়েছে, তখনই পিছন থেকে মুনিয়ার গলার আওয়াজ শুনতে পেল। "ওই নাট-বল্টু, তোমরা কোথায় যাচ্ছ একা একা?"

দুজনই দাঁড়িয়ে গেল। বলল, "ওই তো, ওদিকে।"

"ওদিকে মানে কোনদিকে?"

বল্টু হাত নেড়ে বলল, "ওই তো ওদিকে।"

মুনিয়া একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "এদিক-ওদিক করছ কেন? ঠিক করে বলো।"

এবারে নান্টু বলল, "মানে, আমরা যাচ্ছি মানে, এই তো মানে—"

মুনিয়া রেগে বলল, "দেখ নান্টু, ঠিক করে কথা বল। তা না হলে তোকে ওই গাছের সাথে লটকে রেখে দেব।"

বল্টু বুঝতে পারল, এখন যদি ঠিক করে না বলে তাহলে তারা বিপদে পড়ে যাবে। তাই সত্যি কথাই বলে দিল, "আমরা একটা ভাঙা পোড়োবাড়ি দেখতে যাচ্ছি।"

BANGLABOOK.COM

"কী আছে ওই পোড়োবাড়িতে?"

"জানি না। মনে হয় খুব ইন্টারেস্টিং হবে?"

"কেন?"

"আমরা যখন যেতে চাইছিলাম তখন ইদরিস মিয়া আমাদের যেতে দিতে চায় নাই!"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। এ জন্যে এখন যাচ্ছি।"

মুনিয়া বলল, "আম্মু আর আব্বু শুনলে কিছুতেই যেতে দেবে না।"

"চাচা-চাচিকে সে জন্যেই তো কিছু বলি নাই।"

"আমি কিন্তু বলে দেব।"

"তুমি আমাদের সাথে চলো।"

মুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে। তাহলে চল, আমিও দেখে আসি জায়গাটা।"

নান্টু বলল, "তাহলে তুমি আব্বু-আম্মুকে বলে দেবে না তো?"

"ঠিক আছে বলব না।"

তখন তিনজন আবার রওনা দিল। চা-বাগানের পাশ দিয়ে একটা ছোট রাস্তা। দুটো টিলার মাঝখান দিয়ে সেই রাস্তা ধরে চলে গেলে একটা শুকনো খাল। সেই শুকনো খালের উল্টোদিকে ভাঙা পোড়োবাড়ি।

তিনজন কথা বলতে বলতে ছোট রাস্তাটা ধরে হাঁটতে থাকে, দুপাশে সুন্দর চা-বাগান, তার মাঝখানে বড় বড় ছায়াগাছ। গাছে পাখি কিচিরমিচির করছে। শুনে মনে হয় ওরা বুঝি কিছু নিয়ে খুব ব্যস্ত।

বেশ খানিকক্ষণ হেঁটে তারা একটা শুকনো খাল পেল ঠিকই, কিন্তু মনে হলো এটা অন্য একটা শুকনো খাল। সেই খাল ধরে হাঁটতে হাঁটতে তারা একটা জঙ্গলের মতো জায়গায় চলে এল। নিশ্চয়ই রাস্তা ভুল করেছে। তাই তারা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে যেতে শুরু করল। বেশ খানিকক্ষণ হেঁটেও তারা এবারে আর আগের শুকনো খালটা খুঁজে পেল না। আবার আগের রাস্তায় গিয়ে অন্য একটা জায়গায় হাজির হলো। সেখান থেকে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসতে গিয়ে নতুন একটা জঙ্গলে হাজির হলো। তখন তারা বুঝতে পারল, তারা হারিয়ে গেছে।

এতক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে নাই। তারা হারিয়ে গেছে বোঝার পর নান্টু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "এখন যদি বাঘ-ভালুক আমাদের খেয়ে ফেলে?"

BANGLABOOK.COM

মুনিয়া বলল, "ধুর গাধা। এখানে কোনো বাঘ-ভালুক নাই।"

"যদি ভূত আসে?"

"দিনের বেলা ভূত আসবে কেন?"

"একটু পরেই তো রাত হবে।"

"তার আগেই আমরা রাস্তা পেয়ে যাব।"

"যদি না পাই? যদি সারা জীবন আমাদের এখানে থাকতে হয় টারজানের মতো?"

মুনিয়া বলল, "বোকার মতো কথা বলিস না গাধা।"

বল্টু বলল, "আমার ব্যাগে কম্পাস আছে, বাইনোকুলার আছে। পেট্রল আছে, ম্যাচ আছে। দরকার হলে একটা বড় আগুন জ্বালাব। তখন কোনো বাঘ-ভালুক আমাদের কাছে আসবে না। আর আগুন দেখে মানুষেরা আমাদের কাছে চলে আসবে।"

বল্টুর কথা শুনে নান্টু একটু শান্ত হলো। বল্টু বলল, "এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমরা একটু হাঁটি।"

"হ্যাঁ, চলো।" মুনিয়া বলল, "এই জায়গাটাকে সেন্টার করে একেকবার একেকদিকে হাঁটি।"

বল্টু তার ব্যাগ থেকে কম্পাসটা বের করে বলল, "প্রথমে হাঁটি উত্তর দিকে।"

"ঠিক আছে।"

তারা তিনজন মাত্র কিছুদূর গেছে, ঠিক তখনই গাছের ওপর এক ধরনের হুটোপুটির শব্দ শোনা গেল। ওপরে তাকিয়ে দেখল গায়ে দাগ দেওয়া সেই বানরের বাচ্চাটা। গাছের ডালে ঝুলে ঝুলে সেটা একটা ডাল থেকে আরেকটা ডালে লাফাচ্ছে। বল্টু বলল, "আরে! আমাদের পিচ্চি বানর।"

নান্টু বলল, "এটা নাকি চুরি হয়ে গিয়েছিল?"

বল্টু বা মুনিয়া নান্টুর কাছে আসল ব্যাপারটা আর বলল না। ছোট মানুষ। কথাটা পেটে রাখতে না পারলে বিপদ হয়ে যাবে। বল্টু বলল, "চুরি হয় নাই মনে হচ্ছে! পালিয়ে গেছে।"

বানরের বাচ্চাটা মুখে নানা রকম শব্দ করে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফাতে লাগল। কোনো একটা কারণে বানরের বাচ্চাটা খুব উত্তেজিত। বল্টু বানরের বাচ্চাটাকে ডাকল। বলল, "এই যে পিচ্চি! আসো এদিকে। কী হয়েছে তোমার? এত লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছ কেন?"

BANGLABOOK.COM

বানরের বাচ্চাটা তখন এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ দিয়ে বেশ সামনে চলে গিয়ে সেখানে হুটোপুটি করতে লাগল। বল্টু বলল, "আমার মনে হয় এই পিচ্চি বানর আমাদের কোনো একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে।"

মুনিয়া বলল, "তোমার তা-ই মনে হয়?"

"হ্যাঁ। দেখো না সামনে এসে লাফাচ্ছে।"

"চলো তাহলে যাই।"

দেখা গেল বল্টুর ধারণা সত্যি। তারা হাঁটতে শুরু করলে বানরের বাচ্চাটাও এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে থাকে। হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে। বানরের বাচ্চার পিছু পিছু যেতে যেতে হঠাৎ করে তারা তাদের শুকনো খাল আর খালের পাশে সাদা পোড়োবাড়িটা পেয়ে যায়। কাছাকাছি একটা গাছে বসে বানরের বাচ্চাটা নানা ধরনের শব্দ করতে থাকে।

বল্টু বলল, "বানরের বাচ্চাটা আমাদের ওই ভাঙা বাসাটায় যেতে বলছে।"

মুনিয়া বলল, "হ্যাঁ। আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।"

নান্টু বলল, "এই বাসাটায় বাঘ-ভালুক বা ভূত নাই তো?"

বল্টু বলল, "চা-বাগানে বাঘ-ভালুক থাকে না। আর ভূত বলে কিছু নাই।"

অন্য সময় হলে নান্টু এটা নিয়ে একটু তর্ক করত। কিন্তু এখন সে কিছু বলল না।

বল্টু বলল, "চলো যাই।"

মুনিয়া বলল, "চলো।"

তিনজনে শুকনো খালটা পার হয়ে সাবধানে ভাঙা বাসাটার দিকে যেতে থাকে। কাছাকাছি জঙ্গলের মতো অনেক গাছগাছালি। সেগুলোর ভেতর দিয়ে তারা কাছাকাছি হাজির হলো। একসময় বাসাটার চারপাশে দেয়াল ছিল। এখন ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা দেয়ালের ভেতর দিয়ে তারা ঘরের সীমানার ভেতর ঢুকে গেল। বাসাটা ধ্বংসস্তূপের মতো পড়ে আছে, নানা রকম গাছপালা আর জঞ্জাল। ইদরিস মিয়ার কথা সত্যি হতেও পারে। জায়গাটা আসলেই হয়তো সাপখোপে ভরা। বানরের বাচ্চাটাকে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। বাচ্চাটা এখানে আসতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু কারণটা কী?

BANGLABOOK.COM

তিনজন সাবধানে আরেকটু এগিয়ে গেল। ঢিবির মতো একটা জায়গায় কিছু শুকনো ডালপালার কাছাকাছি পৌঁছাতেই তারা হঠাৎ বিশাল একটা হুটোপুটির শব্দ শুনতে পেল। ভয় পেয়ে চমকে উঠে পিছনে সরে এল তিনজনেই। কোথা থেকে শব্দটা আসছে দেখার জন্য তারা ভালো করে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখল, ঢিবির মতো জায়গাটা আসলে একটা বড় খাঁচা। শুকনো ডালপালা দিয়ে খাঁচাটা ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছে কেউ। খাঁচাটার ভেতর অনেকগুলো ছোট-বড় বানর গাদাগাদি করে ভরে রাখা। বানরগুলো এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। ওদের তিনজনকে দেখে হুটোপুটি শুরু করেছে। খাঁচার শিকগুলো ধরে তাদের দিকে জুলুজুলু করে তাকিয়ে কাতর এক ধরনের শব্দ করছে।

বল্টু বলল, "কতগুলো বানর, দেখেছ?"

মুনিয়া বলল, "হ্যাঁ। খাঁচার ভেতর আটকে রেখেছে।"

নান্টু বলল, "কেন?"

মুনিয়া বলল, "শুনিসনি, বানর অনেক দামে বিক্রি হয়!"

"বানর ধরে বিক্রি করে?"

"হ্যাঁ।"

"কে?"

বল্টু বলল, "নিশ্চয়ই ইদরিস মিয়া।"

মুনিয়া বলল, "কত বড় বদমাইশ!"

বানরগুলো আবার লাফ-ঝাপ দিয়ে চেঁচামেচি করতে থাকে। তাদের কথা কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু মনে হয় তারা যেন বলছে, "প্লিজ! প্লিজ, আমাদের বের করে দাও।"

বল্টু কিছুক্ষণ বানরগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এই বানরগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে।"

মুনিয়া বলল, "হ্যাঁ।"

তারা তিনজন আবার খাঁচাটার কাছে এগিয়ে যায়। একপাশে খাঁচার দরজা। সেখানে বিশাল একটা তালা ঝুলছে। মুনিয়া বলল, "এত বড় তালা কেমন করে খুলব?"

বল্টু কিছুক্ষণ তালাটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তালাটা তো খোলা যাবে না, কিন্তু আংটাটা কেটে ফেলতে পারি।"

"কেমন করে কাটবে?"

"আমার কাছে হ্যাক-স, আছে।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "হ্যাক-স কী?"

BANGLABOOK.COM

বল্টু বলল, "লোহা কাটার করাত।"

বল্টু ব্যাগটা নিচে রেখে সেখান থেকে হ্যাক-স বের করে আংটাটা কাটতে শুরু করল।

কাজটা যত সহজ মনে হচ্ছিল, আসলে মোটেও তত সহজ নয়। আংটাটা শক্ত করে ধরে রাখাই খুব কঠিন। তার মধ্যেও যতটা সম্ভব ধরে রেখে তারা করাত চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আংটাটা কাটা শেষ হয়। বল্টুর ব্যাগ থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে সেটা দিয়ে চাপ দিতেই আংটাটা একটু আলগা হয়ে গেল। সেই ফাঁকটুকু দিয়ে তালাটা বের করে এনে তারা মাত্র দরজাটা খুলেছে, ঠিক তখন একটা হুঙ্কার শুনতে পেল, "কে রে এইখানে?"

তিনজন ভয়ানক চমকে ওঠে। পিছনে তাকিয়ে দেখে, ইদরিস মিয়া আর তার পিছনে মোটামতো আরেকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটার হাতে একটা লম্বা দা। এই রকম দাকে মনে হয় কিরিচ বলে।

ইদরিস মিয়ার চোখ লাল। মুখটা কেমন যেন বাঁকা হয়ে আছে। দেখে ভয় লাগে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, "সোনার চান, পিতলা ঘুঘু। তোমরা এইখানে কী করো?"

মুনিয়া কথা বলার চেষ্টা করল। বলল, "না, মানে ইয়ে—দেখলাম অনেকগুলো বানর ..."

ইদরিস মিয়া ধমক দিয়ে বলল, "অনেকগুলো বানর দেখার জন্যে তোমাদের এইখানে আসতে কে বলেছে?"

"না, কেউ বলে নাই। এদিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম ..."

ইদরিস মিয়া খেঁকিয়ে উঠে বলল, "আমার সাথে রংবাজি করো? আমি কিছু বুঝি না?"

নান্টু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "আপু, আমার ভয় করছে।"

ইদরিস মিয়া বলল, "অনেকক্ষণ পর একটা সত্যি কথা বলেছে একজন। ভয় করছে। ভয়ই করার কথা। তোমাদের জায়গায় আমি থাকলে ভয়ে আমার পেটের ভাত চাউল হয়ে যেত।"

মুনিয়া বলল, "কেন?"

"এখনো বুঝো নাই, কেন?" ইদরিস মিয়া মুখ খিঁচিয়ে বলল, "বান্দরের জন্যে তোমাদের অনেক পিরিতি তো? তাহলে সেইটাই করা যাক। তোমাদের তিনজনকে আমি এখন এই বান্দরের খাঁচায় ঢুকাব। বান্দর

BANGLABOOK.COM

তো কাছে থেকে দেখো নাই। কাল সকালের মধ্যে তোমাদের কারও শরীরে ছাল-চামড়া থাকবে না।"

মুনিয়া ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কেন আমাদের বানরের খাঁচায় ঢুকাবেন?"

"তার কারণ, এইটাই তোমাদের জায়গা। বুঝেছ?"

ইদরিস মিয়া কেমন যেন হিংস্র মুখে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। বল্টু তার ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা বেলুন বের করে আনে। সেটা হাতে নিয়ে বলল, "আপনি আমাদের কাছে আসবেন না। আসলে ভালো হবে না কিন্তু।"

"কেন?"

"আমার হাতে এটা কিন্তু বোমা। কাছে আসলে কিন্তু ফাটিয়ে দেব।"

ইদরিস মিয়া হঠাৎ গলা ফাটিয়ে হাসতে শুরু করে। সঙ্গের লোকটাকে দেখিয়ে বলল, "এই দেখ! বোমা! বোমা দেখেছিস?" ইদরিস মিয়া আবার হায়েনার মতো খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসতে হাসতে বলল, "সোনার চান! এইটা কী বোমা? অ্যাটম বোমা নাকি? আমার কাছেতো মনে হচ্ছে এইটা একটা বেলুন!"

বল্টু বলল, "এটা বোমা।"

"ঠিক আছে, দেখি তোমার বোমাটা" বলে একরকম ছোঁ মেরে সে বল্টুর হাত থেকে বোমাটা নিয়ে নিল। বলল, "ঠিক আছে, তোমার বোমাটা আমি ফাটাই, দেখি কী হয়!"

ইদরিস মিয়া বেলুনটাকে দুই হাতে চেপে ধরতেই সেটা সশব্দে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। ইদরিস মিয়া আর তার সঙ্গে মানুষটি নিজেদের চোখ চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল।

মুনিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"বেলুনের ভেতর মরিচের গুঁড়া ভরে রেখেছিলাম। বেলুনটা ফেটে চোখে মরিচের গুঁড়া ঢুকে গেছে।"

মানুষগুলো নিজেদের চোখ চেপে ধরে ছটফট করছে। মুখে অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে কাছে এসে তাদের ধরার চেষ্টা করল। ততক্ষণে তারা টান দিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছে। ইদরিস মিয়া চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এর মধ্যেই হাত-পা ছুড়ে সে তাদের ধরার চেষ্টা করতে থাকল। নান্টু আর মুনিয়া সময়মতো সরে গেল। কিন্তু পিঠে বিশাল ব্যাগ থাকায় বল্টু সময়মতো সরতে পারল না, ইদরিস মিয়া তাকে ধরে ফেলল। ইদরিস মিয়া

BANGLABOOK.COM

চোখে কিছু দেখছে না। এই অবস্থাতেই সে বল্টুকে নিচে ফেলে কিল-ঘুসি মারার চেষ্টা করে।

ঠিক তখনই একটা অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। কাছাকাছি একটা গাছের ওপর থেকে গায়ে ডোরাকাটা বানরের বাচ্চাটা ইদরিস মিয়ার মুখের ওপর লাফিয়ে পড়ে তার কানটা কামড়ে ধরল। ইদরিস মিয়া চিৎকার করে বানরটাকে সরাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। খাঁচার ভেতর থেকে হুড়মুড় করে একটার পর একটা বানর বের হয়ে ইদরিস মিয়া আর অন্য মানুষটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। তাদের নিচে ফেলে আঁচড়ে-কামড়ে যা একটা অবস্থা করতে শুরু করল তা আর বলার নয়। মুনিয়া কোনোমতে বল্টুকে টেনে তুলে বলল, "পালা এখান থেকে।"

পিছনে বানরের একটা দলের চিৎকার-চেঁচামেচি-হইচই, ইদরিস মিয়া আর তার সঙ্গের অন্য মানুষটার বিকট আর্তনাদ শুনতে শুনতে তারা ছুটে পালাতে লাগল। কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে তারা বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ দেখল, কয়েকজন চা-শ্রমিক গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। গেস্টহাউসের কথা বলতেই তারা মুনিয়া, বল্টু আর নান্টুকে গেস্ট হাউজে পৌঁছে দিল। ততক্ষণে সূর্য ডুবে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে।

নান্টুর আব্বু-আম্মুকে বিষয়টা বোঝানোর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু মানুষ লাঠিসোটা ও টর্চলাইট নিয়ে খালের পাড়ে সাদা বাড়ির দিকে রওনা দিল। ইদরিস মিয়া আর তার সঙ্গীরা বানরের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে ততক্ষণে অবশ্য নিজেরাই হাতড়ে হাতড়ে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। মরিচের গুঁড়ার কারণে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। বানরের আঁচড়ে-কামড়ে সারা দেহ রক্তাক্ত। জামা-কাপড় ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। ইদরিস মিয়ার কানের লতির খানিকটা অংশ বানরেরা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। তার ওপর ওদের রাগ মনে হয় সবচেয়ে বেশি!

খবর পেয়ে চা-বাগানের ম্যানেজার ছুটে এলেন। দৌড়াদৌড়ি করে ইদরিস মিয়া আর তার সঙ্গীকে হাসপাতালে পাঠালেন।

BANGLABOOK.COM

১১. শেষ কথা

পরদিন ভোরে বাসায় ফিরে যাওয়ার জন্য যখন মাইক্রোবোসে জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে, তখন হঠাৎ গাছের ডালে একটু হুটোপুটির শব্দ শুনে বল্টু ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে, বানরের বাচ্চাটা একটা ছোট ডাল ধরে ঝুল খেয়ে মুখে বিচিত্র শব্দ করছে।

বল্টু বলল, "দেখো,দেখো, পিচ্চি বানরটা এসেছে।"

মুনিয়া বলল, "আমরা চলে যাচ্ছি তো, তাই আমাদের গুডবাই বলতে এসেছে।"

বল্টু একটু এগিয়ে গিয়ে বানরের বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব সাবধানে থাকবি কিন্তু। কেউ যেন আর তোকে ধরতে না পারে। ধরতে পারলে কিন্তু তোর খবর আছে!"

বানরের বাচ্চাটা কী বুঝল কে জানে। হঠাৎ গাছ থেকে নেমে বল্টুর কাছে সাবধানে এগিয়ে এল। তার পা ধরে দাঁড়িয়ে বল্টুর দিকে তাকাল। বল্টু সাবধানে বানরের বাচ্চাটা কোলে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "আমরা কিন্তু চলে যাচ্ছি। তোকে যদি ধরে, আমরা কিন্তু আর তোকে বাঁচাতে পারব না। কাজেই সাবধান!"

বানরের বাচ্চাটা হাত নেড়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল। বল্টু মাথা নেড়ে বলল, "ভালো থাকিস। দুষ্টুমি করবি না। যদি তোদের স্কুল থাকে, স্কুলে যাবি। লেখাপড়া করবি। ঠিক আছে?"

বানরের বাচ্চাটা কোল থেকে নেমে আবার গাছে উঠে ডাল ধরে ঝাঁকাতে থাকল। তখন সবাই অবাক হয়ে দেখল, আশপাশের গাছগুলোতে অসংখ্য বানর নিঃশব্দে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুনিয়া বলল, "দেখেছ, বানরগুলো আমাদের গুডবাই বলতে এসেছে!"

নান্টু বলল, "আমরা ওদের ছেড়ে দিয়েছিলাম, সে জন্যে! তাই না, আপু?"

মুনিয়া বলল, "হ্যাঁ।"

BANGLABOOK.COM

তাদের মাইক্রোবাসটা যখন চা-বাগানের কাঁচা রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে শুরু করল, তখন বানরগুলোও কাছাকাছি গাছের সারির ভেতর দিয়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। সবার আগে বানরের বাচ্চাটি। যখন তারা বড় রাস্তায় উঠে গেল, তখন বানরগুলো থামল।

মাইক্রোবাসটা যখন চলে যাচ্ছে তখন তারা পিছন ফিরে দেখল, বানরগুলো একটা গাছে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুনিয়া বলল, "আহা! দেখেছ, বানরগুলো কত সুইট!"

নান্টু বলল, "আসলে আমার বানর হয়েই জন্ম নেওয়া উচিত ছিল।"

কেউ লক্ষ করল না, বল্টু খুব সাবধানে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিল। তার চোখে কেন পানি এসেছে, কে জানে!

BANGLABOOK.COM